মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতে পাক হানাদার বাহিনী অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার নিরীহ মানুষের উপর। ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হলে, গ্রেফতারকৃত অবস্থায় তিনি ওয়্যারলেসযোগে বলেন- It is may be my last message from today Bangladesh is independent. দেশ মাতৃকার টানে বাংলার জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় লাল সবুজের দেশ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম

২-মার্চ	বাংলাদেশের **পতাকা প্রথমবারের মত উত্তোলন** করেন তৎকালীন ডাকসু ভিপি আ.স.ম. আব্দুর রব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায়)।
৩-মার্চ	পল্টন ময়দানে জাতীয় সংগীতের সাথে **জাতীয় পতাকার উত্তোলন** করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে **'জাতির জনক'** উপাধি দেওয়া হয়। **মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহিদ** • **প্রথম শহিদ-** শংকু সমজদার। • **শহিদ হন-** ৩ মার্চ, ১৯৭১। • **জন্ম-** গুপ্তপাড়া, রংপুর। • **ছাত্র ছিলেন-** কৈলাশ রঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের।
৭-মার্চ	রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
১২ মার্চ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে আয়োজিত এক সভায় পটুয়া কামরুল হাসানের আহ্বানে শাপলাকে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত।
১৪ মার্চ	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন পাকিস্তানি শাসকদের দেয়া সকল খেতাব বর্জন করেন
১৯ মার্চ	গাজীপুরের জয়দেবপুরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে **'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট'**।
২০ মার্চ	জাতীয় পরিষদ সদস্য শেখ মোহাম্মদ মোবারক হোসেন তার **'তখমা-ই পাকিস্তান'** খেতাব বর্জন করেন।
২৩ মার্চ	পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস আদালতসহ সর্বত্র বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।
২৫ মার্চ	**অপারেশন সার্চ লাইট:** প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 'অপারেশন সার্চ লাইট, (বাঙালি নিধন অভিযানের সাংকেতিক নাম)'-এ স্বাক্ষর করে পাকিস্তান চলে যান। ঐদিন রাত ১১টায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রথম সেনা অভিযান শুরু হয়। প্রথম আক্রমণের শিকার হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বিডিআর পিলখানা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন।

CamScanner

২৬ মার্চ	চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে **জিয়াউর রহমান** কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার।
২৭ মার্চ	শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে **মেজর জিয়াউর রহমানের** স্বাধীনতার ঘোষণা।
৪ এপ্রিল	হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে **কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীর** নেতৃত্বে মুক্তিফৌজ গঠন। **ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন:** অনেক বইতে দেয়া আছে, মুক্তিফৌজ গঠিত হয় সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। তথ্যটি ভুল। তেলিয়াপাড়া চা বাগানটি অবস্থিত হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায়।
৬ এপ্রিল	পাকিস্তানের কলকাতাস্থ হাইকমিশন অফিস প্রধান **জনাব এম. হোসেন আলী** বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।
১০ এপ্রিল	**অস্থায়ী সরকার গঠন:** মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার তৎকালীন ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথতলায় বর্তমানে মুজিবনগরের আম্রকাননে) বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ এবং একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।
১৭ এপ্রিল	মুজিবনগরে আওয়ামী লীগের গণ প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন **আব্দুল মান্নান** এবং শপথ বাক্য পাঠ করান **অধ্যাপক ইউসুফ আলী**। এই দিনেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।
১৮ এপ্রিল	প্রথম বিদেশি মিশন **'কলকাতা মিশনে'** এম আর হোসেন আলী কর্তৃক পতাকা উত্তোলন করা হয়।
১ আগস্ট	নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ারে **'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'** আয়োজনের প্রধান শিল্পী ছিলেন জর্জ হ্যারিসন।
২১ নভেম্বর	ভারতের মিত্রবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী মিলে **'যৌথ বাহিনী'** গঠন করেন।
৬ ডিসেম্বর	মিত্রবাহিনী যশোর সেনানিবাস দখল করে।
১০-১৪ ডিসেম্বর	দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়।
১৬ ডিসেম্বর	বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে।
১৭ ডিসেম্বর	**মুক্তিযুদ্ধে শেষ শহিদ** দেশ স্বাধীন করে মালিবাগে নিজ পৈত্রিক নিবাসে ফেরার পথে ১৭ ডিসেম্বর বুড়িগঙ্গায় নৌকাডুবিতে মারা যায় কিশোর মুক্তিযোদ্ধা **তসলিম**। ➢ **মুক্তিযুদ্ধের শেষ শহিদ-** তসলিম। ➢ **তসলিমকে সমাহিত করা হয়-** মৌচাকে। ➢ **শহিদ ফারুক-তসলিম স্মৃতি চত্ত্বর অবস্থিত-** মৌচাকে।

CS CamScanner

স্বাধীনতার ইশতেহার

১ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম আব্দুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে **'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'** গঠন করে।

- **ইশতেহার পাঠের আয়োজন করা হয়-** ৩ মার্চ, ১৯৭১।
- **স্থান-** ঢাকার পল্টন ময়দানে।
- **ইশতেহার পাঠের আয়োজন করে-** 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'।
- **স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন-** শাহজাহান সিরাজ।
- **জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়-** পল্টন ময়দানে।
- **জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন-** শাহজাহান সিরাজ।
- **অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন-** নূরে আলম সিদ্দিকী।
- ইশতেহারে পূর্ব পাকিস্তানকে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাংলাদেশের **'সর্বাধিনায়ক'** ঘোষণা করা হয়।

৩ মার্চ, ১৯৭১

পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠরত অবস্থান শাহজাহান সিরাজ।

৩ মার্চ, ১৯৭১

নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন- এই চার ব্যক্তি ইশতেহার পাঠের আয়োজন করেন।

অসহযোগ আন্দোলন

ইয়াহিয়া খান বেতার বার্তায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন	১ মার্চ, ১৯৭১
পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল	৩ মার্চ, ১৯৭১
ঢাকায় হরতাল পালন হয়	২ মার্চ, ১৯৭১
অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়	২ মার্চ, ১৯৭১
অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়	৩-২৫ মার্চ, ১৯৭১
পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র আসে	৩ মার্চ, ১৯৭১

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব ও অসম্মতি জানায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদ আহ্বান করলেও ১ মার্চ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবি ঘোষণা করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই পটভূমিতেই ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

- **পাকিস্তানি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু করে-** ১৯ মার্চ, ১৯৭১।
- **পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে বাঙালি সৈন্যদের সংঘর্ষ বাঁধে-** গাজীপুরের জয়দেবপুরে।
- **১৯ মার্চ, ১৯৭১ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে-** গাজীপুরের জয়দেবপুরে।

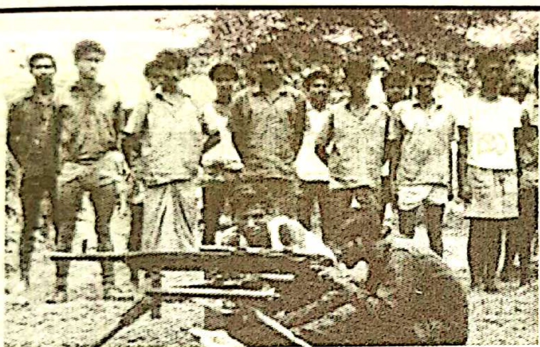

১৯ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকার উত্তরে জয়দেবপুরে (বর্তমান গাজীপুর) অকুতোভয় মুক্তিকামী বাঙালিরা পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

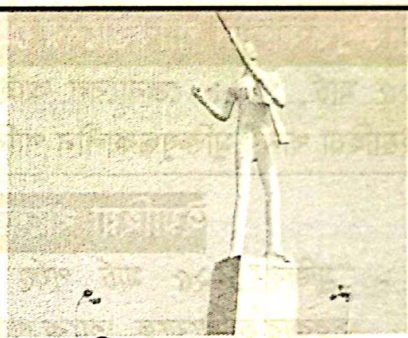

গাজীপুরের জয়দেবপুরের চৌরাস্তায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য জাগ্রত চৌরঙ্গী।

মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা

চুকনগর গণহত্যা

- **স্থান-** চুকনগর, ডুমুরিয়া, খুলনা (ভদ্রা নদীর তীরে)।
- **গণহত্যা চালায়-** ২০ মে, ১৯৭১।
- **১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা হয়-** চুকনগরে।
- **চুকনগর শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত-** খুলনার চুকনগরে।
- **'১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' অবস্থিত-** সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা।

গোলাহাট গণহত্যা

- **স্থান-** গোলাহাট, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
- **এই গণহত্যা অন্য যে নামে পরিচিত-** বালারখাইল গণহত্যা।
- **দেশের প্রথম পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী গণহত্যা।**
- **মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার বাইরে বুদ্ধিজীবী গণহত্যার সবচেয়ে বড় ঘটনা।**

মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন

অপারেশন সার্চলাইট বা ২৫ মার্চের গণহত্যা

- **অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে-** ১৮ মার্চ, ১৯৭১।
- **অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে-** রাও ফরমান আলী, টিক্কা খান, জামসেদ।
- **অপারেশন সার্চ লাইট হলো-** বাঙালি নিধন অভিযানের নাম।
- **অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়-** ২৫ মার্চ, ১৯৭১; বৃহস্পতিবার রাতে।
- **সার্বিকভাবে গণহত্যার পরিকল্পনা তত্ত্বাবধায়ন করে-** জেনারেল টিক্কা খান।
- **ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের মূল দায়িত্বে ছিলেন-** রাও ফরমান আলী।
- **ঢাকার বাহিরে সব স্থানে দায়িত্বে ছিলেন-** খাদেম হোসেন রেজা।
- **"এদেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই" উক্তিটি করেন-** টিক্কা খান।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট

২৫ মার্চ, ১৯৬৯ জেনারেল আইয়ুব খানের পতন ঘটলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন ইয়াহিয়া খান। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

ইয়াহিয়া খানের দম্ভোক্তি

- *"মুজিব ১-২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে প্যারারল সরকার চালিয়েছে, তাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বো না।"*
- *"দি বাস্টার্ড (মুজিবকে উদ্দেশ্যে) ইজ নট বিহেভিং, ইউ (টিক্কা খান) গেট রেডি।"*
- *"লোকটি (শেখ মুজিব) এবং তার দল (আওয়ামী লীগ) পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না।"*

ইয়াহিয়া খান

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন

অপারেশন	বিশেষ তথ্য
অপারেশন ব্লিৎজ	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার ষড়যন্ত্র।
অপারেশন বিগ বার্ড	➤ ২৫ মার্চ, ১৯৭১ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করার প্রক্রিয়ার নাম। ➤ রেডিও বার্তাটি ছিল The Big Bird in Cage.
অপারেশন চেঙ্গিস খান	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পাকিস্তান ভারতের ওপর যে বিমান হামলা করে তার সাংকেতিক নাম।
অপারেশন জ্যাকপট	১০ নম্বর সেক্টরে পাক বাহিনীর বিপক্ষে বাঙালি নৌ বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অপারেশন।
অপারেশন ক্লোজডোর	মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ, ১৯৭১ (বৃহস্পতিবার) দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির **৩২ নং বাসা** থেকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দি হবার পূর্বে রাত ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ **২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে** বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

- **বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন-** ইংরেজিতে ওয়ারলেস বার্তার মাধ্যমে।
- **চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান ঘোষণা দেন-** ২৬ মার্চ, ১৯৭১।
- **জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন-** ২৭ মার্চ, ১৯৭১।
- **স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি যে সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হয়েছিল-** ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন রণাঙ্গনের খবরাখবর জানানো ছাড়াও চরমপত্র, দেশাত্মবোধক গান, নাটক, কথিকা ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হতো।

- **প্রতিষ্ঠিত হয়-** ২৬ মার্চ, ১৯৭১ (চট্টগ্রামের কালুরঘাটে)।
- **প্রতিষ্ঠা করে-** ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
- **প্রতিষ্ঠাকালীন নাম-** স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।
- **বর্তমান নাম-** বাংলাদেশ বেতার।
- **অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অনুষ্ঠান-** 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবারে'।
- **'চরম পত্র' সিরিজের পরিকল্পনা করেন-** আব্দুল মান্নান।
- **'চরম পত্র' পাঠ করেন-** এম.আর আখতার মুকুল।
- **'জল্লাদের দরবারে' অনুষ্ঠানে, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতীকী চরিত্র-** কেল্লা ফতেহ খান।
- **প্রথম নারী শিল্পী-** নমিতা ঘোষ।
- **প্রথম পত্রিকা পাঠ করেন-** বেলাল মোহাম্মদ।
- **৭ মার্চের ভাষণ প্রচারিত হতো-** 'বজ্রকণ্ঠ' শিরোনামে।
- **পাক বিমান বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে সম্প্রচার বন্ধ বন্ধ হয়-** ৩০ মার্চ, ১৯৭১।
- **পরবর্তী সম্প্রচার শুরু হয়-** ২৫ মে, ১৯৭১ (কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে)।
- **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র' করা হয়-** ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

প্রচারিত বিখ্যাত শ্লোগান

- হানাদার পশুরা বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করছে- আসুন আমরা পশু হত্যা করি।
- বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা একেকটি গ্রেনেড পার্থক্য শুধু গ্রেনেড একবার ছুড়ে দিলে নিঃশেষ হয়ে যায়, আর মুক্তিযোদ্ধারা বার বার গ্রেনেড হয়ে ফিরে আসে।

CamScanner

মুজিবনগর সরকার

১০ এপ্রিল, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিগণ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় একত্রিত হয়ে **'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'** গঠন করে। একই দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে **'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ'** জারি করা হয়।

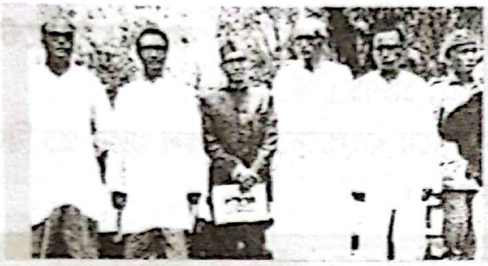

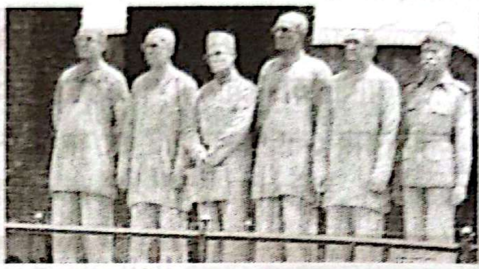

- **বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়-** ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।
- **অস্থায়ী সরকার পরিচিত ছিল-** 'প্রবাসী সরকার', 'মুজিবনগর সরকার' ও 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার' নামে।
- **অস্থায়ী সরকারের প্রধান ছিলেন-** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- **গঠিত হয়-** তৎকালীন কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়।
- **অস্থায়ী সরকারের রাজধানী ছিল-** মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে।
- **মুজিবনগরের পূর্বনাম-** বৈদ্যনাথতলা (মুজিবনগর পূর্বে ছিল- কুষ্টিয়া জেলার অধীনে)।
- **বৈদ্যনাথতলার নাম মুজিবনগর রাখেন-** তাজউদ্দীন আহমদ।

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

- **মুজিবনগরে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়-** ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- **বাংলাদেশের প্রথম সরকার বা প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথগ্রহণ করে-** ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- **বাংলাদেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছিল-** ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- **অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান-** অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- **শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন-** আবদুল মান্নান।
- **স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি করেন-** ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম।
- **'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ' পাঠ করেন-** অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- **মুজিবনগর শপথ অনুষ্ঠানে নারী সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন-** বেগম নাজিরা ইসলাম।
- **মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার দেয়-** আনসার বাহিনী।
- **গার্ড অব অনার দলের নেতৃত্ব দেন-** মাহবুব উদ্দিন আহমদ।
- **মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ছিল-** ৮ জন।
- **মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান ছিলেন-** মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

- দপ্তর বণ্টন করা হয়- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১।
- সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় স্থাপিত হয়- কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে (বর্তমান শেক্সপিয়র সরণি)।
- অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকারের সদস্য সংখ্যা ছিল- ৬ জন।

মুজিবনগর সরকারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন

রাষ্ট্রপতি	উপ-রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী
শেখ মুজিবুর রহমান	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	তাজউদ্দীন আহম্মেদ
অর্থমন্ত্রী	**পররাষ্ট্রমন্ত্রী**	**স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী**
ক্যাপটেন মনসুর আলী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	এএইচএম কামরুজ্জামান

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের বিভিন্ন দপ্তর প্রধান

নাম	পদবি ও মন্ত্রণালয়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধ ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক)।
তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী (প্রতিরক্ষা, তথ্য ও বেতার, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, শ্রম, অর্থনৈতিক বিষয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	মন্ত্রী (পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।
ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী	মন্ত্রী (অর্থ, খাদ্য, বাণিজ্য, শিল্প ও পরিবহন মন্ত্রণালয়)।
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	মন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়)।

❑ মুজিবনগর সরকার বিলুপ্ত হয়- ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২।

মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয়

- মোট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল- ১২টি।
- সচিব ছিল- ১০ জন।
- মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন- এইচ টি ইমাম।
- অর্থসচিব ছিলেন- খন্দকার আসাদুজ্জামান।
- পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন- মাহবুবুল আলম চাষী।
- মুখ্য সচিব ছিলেন- রুহুল কুদ্দুস।

মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম)

কূটনৈতিক মিশন

বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে।

- **বাংলাদেশের প্রথম মিশন স্থাপিত হয়-** কলকাতায়।
- **সর্বপ্রথম যে বিদেশি মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়-** কলকাতা মিশন (১৮ এপ্রিল, ১৯৭১); **পতাকা উত্তোলন করেন-** এম আর হোসেন আলী।
- **বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে যে ব্যক্তি সমর্থন গড়ে তোলেন-** সমর সেন।
- **মুজিবনগর সরকারের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন-** রেহমান সোবহান।
- **পাকিস্তানের ইকোনোমিক কাউন্সিলর হিসেবে ওয়াশিংটনে কর্মরত ছিলেন-** এম এ মুহিত।
- **মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বহির্বিশ্বে ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়-** বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে।

বিদেশি মিশন	মিশন প্রধান
কলকাতা (ভারত)	এম আর হোসেন আলী
দিল্লি (ভারত)	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
লন্ডন (যুক্তরাজ্য)	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ওয়াশিংটন (যুক্তরাষ্ট্র)	এম আর সিদ্দিকী
স্টকহোম (সুইডেন)	আব্দুর রাজ্জাক

আবু সাঈদ চৌধুরী

মনে রাখা দরকার...

কবি নির্মলেন্দু গুণের 'হুলিয়া' কবিতা অবলম্বনে তানভীর মোকাম্মেল নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'হুলিয়া'।

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক প্রশাসন

মুক্তিবাহিনীর শীর্ষ তিন নেতৃবৃন্দ

প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানী	সেনাবাহিনীর প্রধান (চীফ অব স্টাফ) ছিলেন কর্নেল (অব.) এম এ রব	বিমান বাহিনীর প্রধান এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ ছিলেন এ কে খন্দকার

তেলিয়াপাড়া রণকৌশল: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বৈঠক

৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে সামরিক বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তারা তৎকালীন সিলেটের বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলাধীন তেলিয়াপাড়া চা বাগানে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকেই মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী বাহিনী সম্পর্কিত সাংগঠনিক ধারণা এবং কমান্ড কাঠামোর রণকৌশল প্রণীত হয়, যা **'তেলিয়াপাড়া রণকৌশল'** নামে পরিচিত।

মুক্তিবাহিনীর ফোর্স

মুক্তিবাহিনীর ৩জন শ্রেষ্ঠ সেক্টর কমান্ডারের নামানুসারে ৩টি ফোর্স গঠন করা হয়।

জেড ফোর্স	**অধিনায়ক:** মেজর জিয়াউর রহমান **গঠিত হয়:** ৭ জুলাই, ১৯৭১ **সদর দপ্তর:** তেলঢালা, তুরা		মেজর জিয়া
কে ফোর্স	**অধিনায়ক:** মেজর খালেদ মোশারফ **গঠিত হয়:** ৭ অক্টোবর, ১৯৭১ **সদর দপ্তর:** আগরতলা, ত্রিপুরা		মেজর খালেদ মোশারফ
এস ফোর্স	**অধিনায়ক:** মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ **গঠিত হয়:** সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ **সদর দপ্তর:** হাজামারা		মেজর শফিউল্লাহ

মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনী	মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনী
জুলাই, ১৯৭১ **'সেক্টর কমান্ডার্স কনফারেন্সে'** বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ভারত থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া **'বিএনএস পদ্মা'** ও **'বিএনএস পলাশ'** নামক দুটি টহল জাহাজ এবং ৪৫ জন বাঙালি অফিসার ও নাবিক নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করে।	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ভারতের **নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে** গঠিত হয় বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অপারেশনগুলোর সমন্বিত সাংকেতিক নাম ছিল **'কিলো ফ্লাইট'**।

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনী

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকার পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত করে। **কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে (বর্তমান শেক্সপিয়র সরণি) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।**

<table>
<tr>
<td>নিয়মিত বাহিনী</td>
<td>

মুক্তিফৌজ বা মুক্তিবাহিনী

‘ফৌজ’ শব্দের অর্থ সৈন্যদল বা বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলো বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়।

মুক্তিফৌজ (MF) গঠন করা হয়- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১।
মুক্তিফৌজ গঠনে নেতৃত্ব দেন- কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী।
মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়- হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে।
মুক্তিফৌজ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়- মুক্তিবাহিনী।
মুক্তিফৌজকে মুক্তিবাহিনী করা হয়- ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।

ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন: বাজারের প্রচলিত অনেক বইয়ে দেয়া আছে মুক্তি ফৌজ গঠিত হয় সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। তথ্যটি ভুল। তেলিয়াপাড়া চা বাগানটির অবস্থান সিলেটে নয়। চা বাগানটির অবস্থান হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায়। [তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া]

আরো জানতে হবে

১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় তার প্রণেতা- মুক্তিবাহিনী।
১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তেলিয়াপাড়ায় দ্বিতীয় বৈঠকে বিভক্ত করা হয়- ৪টি সামরিক অঞ্চলে।
১১ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণে সমগ্র দেশকে বিভক্ত করেন- ৮টি সামরিক অঞ্চলে।
১১-১৭ জুলাই, ১৯৭১ সেক্টর কমান্ডারদের প্রথম বৈঠক হয়- কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে।

</td>
</tr>
<tr>
<td>অনিয়মিত বাহিনী</td>
<td>

গণবাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা

অনিয়মিত বাহিনীকে সরকারিভাবে বলা হতো ‘গণবাহিনী’ বা ‘মুক্তিযোদ্ধা’ (Freedom Fighters-FF)। সে সময় গ্রাম-গঞ্জের লোকজন এদেরকে ‘গেরিলা বাহিনী’ বা ‘গেরিলা’ বলে অভিহিত করতো। এ বাহিনীতে ছিল ছাত্র ও যুবকেরা। এ বাহিনীকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।
</td>
</tr>
</table>

CamScanner

আঞ্চলিক বাহিনী

কাদেরিয়া বাহিনী

'কাদেরিয়া বাহিনী' গড়ে ওঠে টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে। কাদের সিদ্দিকী বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জীবিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননা **'বীর উত্তম'** খেতাব লাভ করেন। তিনি **'বঙ্গবীর'** এবং **'বাঘা কাদের সিদ্দিকী'** নামেও পরিচিত।

বাহিনী	অঞ্চল	বাহিনী	অঞ্চল
কাদেরিয়া বাহিনী	টাঙ্গাইল	আকবর বাহিনী	মাগুরা
হেমায়েত বাহিনী	গোপালগঞ্জ ও বরিশাল	বাতেন বাহিনী	টাঙ্গাইল
আফসার বাহিনী	ভালুকা, ময়মনসিংহ	হালিম বাহিনী	মানিকগঞ্জ
লতিফ মির্জা বাহিনী	সিরাজগঞ্জ ও পাবনা	জিয়া বাহিনী	সুন্দরবন

ক্র্যাক প্লাটুন

- **পরিচয়-** মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা ইউনিট।
- **গঠনে ভূমিকা পালন করেন-** খালেদ মোশাররফ এবং এটি এম হায়দার।
- **যে সেক্টরের অধীনে ছিল-** ২নং সেক্টর।
- **আক্রমণ পরিচালনা করে-** 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে।

ক্র্যাক প্লাটুনের গেরিলারা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালসহ ঢাকা শহরের বড় বড় স্থাপনায় বিস্ফোরণ ঘটায়।

ক্র্যাক প্লাটুনের অন্যতম সদস্য

- পপসম্রাট আজম খান
- ক্রিকেটার শহিদ জুয়েল
- শহিদ শাফী ইমাম রুমী
- অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ
- সুরকার আলতাফ মাহমুদ
- মোহাম্মদ বদিউল আলম
- মাগফার আহমেদ চৌধুরী আজাদ
- চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ

- ❑ **মোহাম্মদ বদিউল আলম-** ক্র্যাক প্লাটুনের অন্যতম সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। হুমায়ুন আহমেদের **'আগুনের পরশমণি'** চলচ্চিত্রে বদিউল আলমের বীরত্বগাথা তুলে ধরা হয়।
- ❑ **শহিদ আজাদ-** ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য আজাদ ও তাঁর মা'কে নিয়ে কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক লিখেন **'মা'** উপন্যাস।
- ❑ **ক্র্যাক প্লাটুনের উল্লেখযোগ্য অপারেশন ছিল-** অপারেশন গ্যানিজ পেট্রোল পাম্প, অ্যাটাক অন দ্য মুভ ও ডেস্টিনেশন আননোন। ঢাকা শহরে ক্র্যাক প্লাটুন মোট ৮২টি অপারেশন পরিচালনা করে।

সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডারগণ

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে **৪টি যুদ্ধ অঞ্চলে** বিভক্ত করে। কলকাতার **৮নং থিয়েটার রোডে** (বর্তমান শেক্সপিয়র সরণি) বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। **১০-১৭ জুলাই, ১৯৭১** মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

- **সদর দপ্তর থেকে কার্যক্রম শুরু করে-** ১২ এপ্রিল, ১৯৭১।
- **বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয়-** ১১টি যুদ্ধ সেক্টর ও ৬৪টি সাব-সেক্টরে।
- **প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়-** একজন সেক্টর কমান্ডারের উপর।

নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার	সদর দপ্তর
সেক্টর ১	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)	হরিনা, ত্রিপুরা
সেক্টর ২	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)	মেলাঘর, ত্রিপুরা
সেক্টর ৩	মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টম্বর-ডিসেম্বর)	কলাগাছি, ত্রিপুরা
সেক্টর ৪	মেজর চিত্ত রঞ্জন (সি আর) দত্ত	করিমগঞ্জ/নাছিমপুর, আসাম
সেক্টর ৫	মেজর মীর শওকত আলী	বাঁশতলা, সুনামগঞ্জ
সেক্টর ৬	উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার	বুড়িমারী, পাটগ্রাম
সেক্টর ৭	মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল-আগস্ট) মেজর কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর)	তরঙ্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ
সেক্টর ৮	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) মেজর এম. এ মনজুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)	বেনাপোল কল্যাণী, ভারত
সেক্টর ৯	মেজর আবদুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর)	হাসনাবাদ, ভারত
সেক্টর ১০	নিয়মিত কোন সেক্টর কমান্ডার ছিল না। ফ্রান্সে প্রশিক্ষিত ৮ জন নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন।	নেই
সেক্টর ১১	মেজর এম আবু তাহের (এপ্রিল-নভেম্বর) ফ্লাইট লে. এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)	মহেন্দ্রগঞ্জ, আসাম

তথ্য বৈচিত্র্য

- **একমাত্র যে সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল বাংলাদেশের ভিতরে-** ৬নং।
- **যে সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধের সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান-** মেজর নাজমুল হক।
- **সকল সেক্টর বিলুপ্ত করা হয়-** ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- **মুক্তিযুদ্ধের দ্বাদশ সেক্টর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়-** স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে।
- **দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলেন-** তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এম.এ.জি ওসমানী।

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

- **সবচেয়ে বড় সেক্টর**- ১নং সেক্টর
- **সবচেয়ে ছোট সেক্টর**- ৫ নং সেক্টর
- **প্রথম স্বাধীন সেক্টর**- ৮নং সেক্টর
- **সুন্দরবন ছিল**- ৯নং সেক্টরের অধীন
- **১০ নং সেক্টর (নৌ সেক্টর) ছিল**- ১নং সেক্টরের অধীন

যৌথবাহিনী গঠন

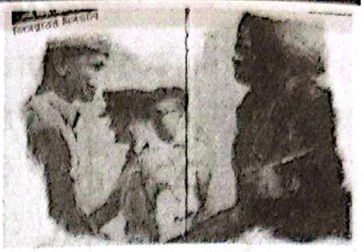

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতীয় সহায়তাকারী বাহিনীকে মিত্রবাহিনী বলা হয়। মিত্রবাহিনী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের বাংলাদেশি দোসরদের (রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলে যৌথবাহিনী গঠিত হয়।

- **গঠিত হয়-** ২১ নভেম্বর, ১৯৭১।
- **যার সমন্বয়ে গঠিত-** বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ও ভারতের মিত্রবাহিনী।
- **যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন-** জগজিৎ সিং অরোরা।
- **ভারতের আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন-** জগজিৎ সিং অরোরা।
- **বাংলাদেশের 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস'-** ২১ নভেম্বর।
- **ভারতের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যায়-** ১২ মার্চ, ১৯৭২।
- **পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে সে দিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন-** ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ ও স্মৃতি চিরন্তন

 শিখা চিরন্তন	• **অবস্থান-** ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। • **উদ্বোধন করা হয়-** ২৬ মার্চ, ১৯৯৭। • **প্রেক্ষাপট-** ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে এখান থেকেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদান করা হয়।
 শিখা অনির্বাণ	• **অবস্থান-** ঢাকার সেনাবিনাস এলাকায়। • বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ। • **এই স্মৃতিস্তম্ভে সার্বক্ষণিকভাবে শিখা প্রজ্জ্বলন করে রাখার কারণ-** যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সৈনিকদের স্মৃতি জাতির জীবনে চির উজ্জ্বল রাখার উদ্দেশ্যে। • প্রতিবছর শিখা অনির্বানে ২১শে নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।
 স্মৃতি চিরন্তন	• **অবস্থান-** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্ত্বরে। • **স্মৃতি চিরন্তন হলো-** মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারি-কর্মকর্তারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের নামফলকের সমাহার।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরগণ দেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা হয়। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে।

পেশা অনুযায়ী শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা...

➢ শিক্ষাবিদ- ৯৯১ জন	➢ সাহিত্যিক ও শিল্পী- ৯ জন
➢ সাংবাদিক- ১৩ জন	➢ প্রকৌশলী- ৫ জন
➢ আইনজীবী- ৪২ জন	➢ অন্যান্য- ২ জন
➢ চিকিৎসক- ৪৯ জন	➢ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক- ১৯ জন

শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ

গোবিন্দচন্দ্র দেব

মুনীর চৌধুরী

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

শহীদুল্লা কায়সার

সিরাজুদ্দীন হোসেন

আনোয়ার পাশা

আলতাফ মাহমুদ

মোফাজ্জল হায়দার

আবদুল আলীম

গিয়াসউদ্দীন আহমেদ

নিজামুদ্দীন আহমদ

ফজলে রাব্বী

মেহেরুন্নেসা

সেলিনা পারভীন

আলোচিত শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ

নাম	বিশেষ তথ্য
গোবিন্দ চন্দ্র দেব	দার্শনিক ছিলেন। ঢাবির দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
মুনীর চৌধুরী	সাহিত্যিক ছিলেন। ঢাবির বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা	শিক্ষক ছিলেন। ঢাবির ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
শহীদুল্লা কায়সার	সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন।
সিরাজুল হক খান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।
আনোয়ার পাশা	শিক্ষক ছিলেন। ঢাবির বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
আলতাফ মাহমুদ	গীতিকার ও সুরকার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বহু গানের রচয়িতা।
মোফাজ্জল হায়দার	শিক্ষাবিদ ও লেখক ছিলেন।
ডা. আলীম চৌধুরী	চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন।
গিয়াসউদ্দীন আহমেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক।
ডা. ফজলে রাব্বি	চিকিৎসক; তাঁর নামে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটি হলের নামকরণ করা হয়।
সেলিনা পারভীন	মুক্তিযুদ্ধে নিহত একমাত্র নারী সাংবাদিক। তিনি 'সাপ্তাহিক বেগম', 'সাপ্তাহিক ললনা' ও 'শিলালিপি' পত্রিকায় কাজ করতেন।
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	রাজনীতিবিদ ও ভাষা সৈনিক ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রস্তাবক।

CamScanner

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজীর নিকট যুদ্ধ বন্ধ এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১: রমনা রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজী যৌথ কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে এয়ার ভাইস মার্শাল) এ.কে. খন্দকার। বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে।

আরো জানতে হবে

- **জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের জন্য যোগাযোগ করে-** মার্কিন দূতাবাসে।
- **পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেন-** ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে (বৃহস্পতিবার)।
- **বাংলাদেশের বিজয় দিবস-** ১৬ ডিসেম্বর।
- **বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস-** ২৬ মার্চ।
- **আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর করেন-** ২ জন।
- **পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন-** জেনারেল নিয়াজী।
- **যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন-** লে.জে. জগজিৎ সিং অরোরা।
- **বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন-** এ.কে খন্দকার।
- **উপস্থিত ছিলেন না-** আতাউল গণি ওসমানি (তিনি সেদিন সিলেট ছিলেন)।
- **বাংলাদেশের পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিল তৈরী করেন-** জ্যাকব, নাগরা ও কাদের সিদ্দিকী
- **পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিল তৈরী করেন-** নিয়াজী, রাও ফরমান ও জামশেদ।
- **নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন-** মোট ৯১, ৫৪৯ জন সৈন্য নিয়ে (বলা হয় প্রায় ৯৩ হাজার)।
- **আত্মসমর্পণকারী প্রথম পাকিস্তানি-** মেজর জেনারেল জামসেদ।
- **মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র মহিলা কমান্ডর ছিলেন-** আশালতা বৈদ্য (কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ)
- **ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করেন-** কাদেরিয়া বাহিনী।

বিকাল ৪.৩১ মিনিটে পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণ করেন জেনারেল নিয়াজী

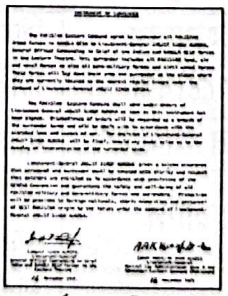

আত্মসমর্পণের শিরোনাম ছিল Instrument of Surrender

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি

প্রথম দেশ/এশিয়ার প্রথম দেশ	ভূটান (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
দ্বিতীয় দেশ/ এশিয়ার দ্বিতীয় দেশ	ভারত (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
প্রথম আরব/মধ্যপ্রাচ্যের দেশ	ইরাক (৮ জুলাই, ১৯৭২)
প্রথম মুসলিম/অনারব/আফ্রিকান দেশ	সেনেগাল (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)
প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশ	মালয়েশিয়া (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)
প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ	মিয়ানমার (১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২)
প্রথম ইউরোপীয়/সমাজতান্ত্রিক দেশ	পূর্ব জার্মানি (১১ জানুয়ারি, ১৯৭২)
দ্বিতীয় ইউরোপীয় দেশ	পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া (১২ জানুয়ারি, ১৯৭২)*
প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ	বার্বাডোস (২০ জানুয়ারি, ১৯৭২)
প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান দেশ	ভেনিজুয়েলা ও কলম্বিয়া (২ মে, ১৯৭২)
প্রথম ওশেনিয়ান দেশ	টোঙ্গা (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭২)
প্রথম দূরপ্রাচ্যের দেশ	মঙ্গোলিয়া (১১ জানুয়ারি, ১৯৭২)
সর্বশেষ স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ (১৫০তম)	চীন (৩১ আগস্ট, ১৯৭৫)

নোট: বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ পূর্ব জার্মানি কিন্তু অপশনে পূর্ব জার্মানি না থাকলে 'পোল্যান্ড কিংবা বুলগেরিয়া' উত্তর করতে হবে।

জাতিসংঘের ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

- **প্রথম-** রাশিয়া (২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২)
- **দ্বিতীয়-** যুক্তরাজ্য (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)
- **তৃতীয়-** ফ্রান্স (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)
- **চতুর্থ-** যুক্তরাষ্ট্র (৪ এপ্রিল, ১৯৭২)
- **পঞ্চম-** চীন (৩১ আগস্ট, ১৯৭৫)

পাকিস্তানের স্বীকৃতি

পাকিস্তান ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রেক্ষিতে ঐ বছরই বঙ্গবন্ধু ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাকিস্তানে যান।

বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতি ভারত নাকি ভূটান

বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদান করে কোন দেশ- ভারত নাকি ভূটান? এটি একটি বহুল প্রচলিত বিতর্ক। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভূটানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরিং টবগে বাংলাদেশ সফরে আসলে তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, ভূটানই বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল। তিনি দাবি করেন, ভারতের কয়েক ঘণ্টা আগে ভূটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বেতার বার্তা পাঠায়। আবার মুক্তিযুদ্ধকালীন সকল দলিল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত।

Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh
December 2, 2020

Bangladesh will sign the first Preferential Trade Agreement (PTA) with the South Asian friend Bhutan on 6 December, to expand duty-free market access, from which the country will be benefited immensely.

On this auspicious day of 1971, Bhutan became the first country in the world to recognise Bangladesh as an independent country. To honour the day, the date of 6 December has been chosen for the signing of the PTA. Apart from making the day memorable by signing the PTA, the 50th anniversary of the diplomatic relations between the two countries will also be celebrated on the day.

২০২০ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৬ ডিসেম্বরেই প্রথম দেশ হিসেবে ভূটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে চুক্তিটি ৬ ডিসেম্বরে করা হয়।

যেহেতু সরকার পক্ষ থেকে প্রথম স্বীকৃতির দেশ হিসেবে ভুটানের কথা বলা হচ্ছে তাই সরকার এই বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। তবে এই প্রশ্নটির উত্তর ভুটান বা ভারত যাই করি না কেন সঠিক উত্তর হিসেবে নাম্বার পাওয়া সম্ভাবনা থাকবে ফিফটি ফিফটি।

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক খেতাব

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বীরত্বসূচক খেতাবপ্রাপ্ত সর্বমোট মুক্তিযোদ্ধা ছিল ৬৭৬ জন। পরবর্তীতে ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলায় দণ্ডিত ৪ খুনির বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়'। যাদের খেতাব বাতিল করা হলো-

- শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম)
- নূর চৌধুরী (বীর বিক্রম)
- রাশেদ চৌধুরী (বীর প্রতীক)
- মোসলেম উদ্দিন খান (বীর প্রতীক)

চার খুনির খেতাব বাতিল করায় বর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত সর্বমোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬৭২ জন। মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ ধরনের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদান করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত ৪ ধরনের খেতাব

মর্যাদার ক্রমানুসারে	খেতাবের নাম	৭৩ এর গেজেট	বর্তমানে
প্রথম	বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন	৭ জন
দ্বিতীয়	বীর উত্তম	৬৮ জন	৬৭ জন
তৃতীয়	বীর বিক্রম	১৭৫ জন	১৭৪ জন
চতুর্থ	বীর প্রতীক	৪২৬ জন	৪২৪ জন
বর্তমানে মোট খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- ৬৭২ জন			

☐ জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক- বীর উত্তম।

প্রথম খেতাব প্রাপ্ত যাঁরা

বীর উত্তম : লে. কর্নেল আব্দুর রব (চীফ অব স্টাফ)।

বীর বিক্রম : মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।

বীর প্রতীক : মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।

নারী বীর প্রতীক : ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম।

একমাত্র বিদেশি বীর প্রতীক : ডব্লিউ. এইচ. ওডারল্যান্ড।

একমাত্র আদিবাসী বীরবিক্রম : ইউ কে চিং মারমা।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বান্দরবানের ইউ কে চিং মারমা একমাত্র আদিবাসী/ উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধ করেন ৬ নং সেক্টরে।

প্রথম বীর উত্তম
লে. কর্নেল আব্দুর রব

প্রথম বীর বিক্রম
খন্দকার নাজমুল হুদা

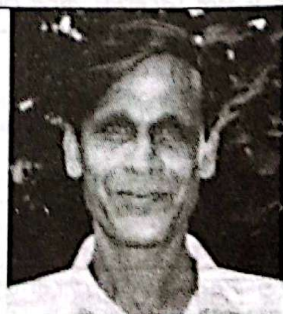

প্রথম বীর প্রতীক
মোহাম্মদ আব্দুল মতিন

বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সরকার এক প্রজ্ঞাপনে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে।

বীরশ্রেষ্ঠ	যা জানতে হবে
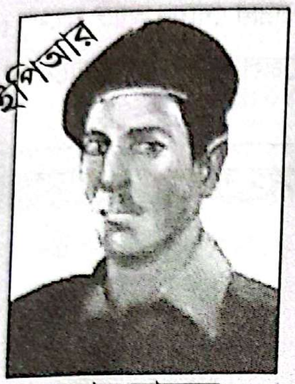 ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ	➤ **জন্ম-** ১৯৪৩ সালে (ফরিদপুর জেলায়)। ➤ **কর্মস্থল-** ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)। ➤ **পদবি-** ল্যান্স নায়েক। ➤ **কর্মরত ছিলেন-** ১নং সেক্টরে। ➤ **মৃত্যু-** ৮ এপ্রিল, ১৯৭১। ➤ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহিদ হন। ➤ **সমাধিস্থল-** রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে। *<u>ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন</u> : ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হয়। ঐদিনই অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকা মুন্সী আবদুর রউফ মর্টারের ভারী গোলার আঘাতে শহিদ হন। ইতিহাসের দলিল স্বাক্ষ্য দেয় বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহিদ। কিন্তু আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলো ২০ এপ্রিল মুন্সী আবদুর রউফের মৃত্যু দিবস পালন করে, যার কোন ভিত্তি নেই। [তথ্যসূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়]*
  সিপাহি মোস্তফা কামাল	➤ **জন্ম-** ১৯৪৭ সালে (ভোলা জেলায়)। ➤ **কর্মস্থল-** সেনাবাহিনী। ➤ **পদবি-** সিপাহি। ➤ **কর্মরত ছিলেন-** ২নং সেক্টরে। ➤ **মৃত্যু-** ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১। ➤ **সমাধিস্থল-** ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে।
  ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	➤ **জন্ম-** ১৯৪১ সালে (ঢাকা জেলায়)। ➤ **পৈতৃক নিবাস-** নরসিংদী জেলার রায়পুরা। ➤ **কর্মস্থল-** বিমানবাহিনী। ➤ **পদবি-** লেফটেন্যান্ট। ➤ **মৃত্যু-** মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম 'ব্লু-বার্ড-১৬৬') ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। ➤ **প্রথমে সমাধিস্থল ছিল-** পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাঁটিতে। ➤ **পুনরায় সমাহিত করা হয়-** ২০০৬ সালে তাঁর দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।

 ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	➢ **জন্ম-** ১৯৩৬ সালে (নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে)। ➢ **কর্মস্থল-** ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)। ➢ **পদবি-** ল্যান্স নায়েক। ➢ **কর্মরত ছিলেন-** ৮নং সেক্টরে। ➢ **মৃত্যু-** ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ (যশোরের গোয়ালহাটি গ্রামে)। ➢ **সমাধিস্থল-** যশোরের শর্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
 সিপাহি হামিদুর রহমান	➢ **জন্ম-** ১৯৫৩ সালে (ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার খোরদা খালিশপুর গ্রামে)। ➢ **কর্মস্থল-** সেনাবাহিনী। ➢ **পদবি-** সিপাহি। ➢ **কর্মরত ছিলেন-** ৪নং সেক্টরে। ➢ **মৃত্যু-** ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ (মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ধলই সীমান্তে)। ➢ **প্রথমে সমাধিস্থল ছিল-** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবসার হাতিমেরছড়া গ্রামে। ➢ **পুনরায় সমাহিত করা হয়-** ২০০৭ সালে ভারতের ত্রিপুরা থেকে দেহাবশেষ ঢাকায় এনে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়। ➢ তিনি বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কনিষ্ঠ।
 ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার রুহুল আমিন	➢ **জন্ম-** ১৯৩৫ সালে (নোয়াখালী জেলায়)। ➢ **কর্মস্থল-** নৌবাহিনী (জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার)। ➢ **পদবি-** 'পলাশ' গানবোটের ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার। ➢ **কর্মরত ছিলেন-** ২নং এবং ১০নং সেক্টরে। ➢ **মৃত্যু-** ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ➢ **সমাধিস্থল-** খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে।
 মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর	➢ **জন্ম-** ১৯৪৯ সালে (বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জে)। ➢ **কর্মস্থল-** সেনাবাহিনী। ➢ **পদবি-** ক্যাপ্টেন। ➢ **কর্মরত ছিলেন-** ৭নং সেক্টরে। ➢ **মৃত্যু-** ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ➢ **সমাধিস্থল-** চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে। ➢ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে তিনি সবশেষে শহিদ হন।

বীরশ্রেষ্ঠ তথ্যকণিকা

পদবী অনুযায়ী বীরশ্রেষ্ঠ		বাহিনী ভিত্তিক বীরশ্রেষ্ঠ	
➢ সিপাহী	- ২ জন	➢ সেনাবাহিনী	- ৩ জন
➢ ল্যান্স নায়েক	- ২ জন	➢ নৌবাহিনী	- ১ জন
➢ ক্যাপ্টেন	- ১ জন	➢ বিমানবাহিনী	- ১ জন
➢ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	- ১ জন	➢ ইপিআর (পুলিশ বাহিনী)	- ২ জন
➢ স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার	- ১ জন		

খেতাবপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা

- শহীদুল ইসলাম লালু খেতাবপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা।
- তাঁর প্রাপ্ত খেতাব- বীর প্রতীক।
- যুদ্ধ করেন- ১১নং সেক্টরে।

সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা লালুর মুক্তিযুদ্ধকালীন বয়স ছিল ১৩ বছর।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তুলতে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করতে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের জন্ম। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অর্জিত প্রায় ৩ লাখ রুপি স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যয় হয়েছিল।

অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুর সাথে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যরা।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল

হোটেলটির নামের ক্রমবিবর্তন

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢেকা
↓
হোটেল শেরাটন
↓
হোটেল রূপসী বাংলা
↓
হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমান)

হোটেলটির স্থপতি ছিলেন উইলিয়াম বি. ট্যাবলার।

- বাংলাদেশের প্রথম পাঁচ তারকা হোটেল।
- যাত্রা শুরু করে- ১৯৬৬ সালে।
- স্বত্বাধিকারী- রমনাস্থ বাংলাদেশ সার্ভিসেস লি.।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এটি ছিল 'নিরপেক্ষ স্থান' বা 'নো ওয়ার জোন'।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন এটিকে নিরপেক্ষ স্থান হিসেবে ঘোষণা করে- আন্তর্জাতিক রেড ক্রস।

বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত দুই নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা ২ জন হলেন- ডা. সিতারা বেগম এবং তারামন বিবি।

ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম

- **জন্ম-** ১৯৪৬ সালে (কিশোরগঞ্জ জেলায়)।
- **প্রথম খেতাবপ্রাপ্ত নারী-** সিতারা বেগম।
- **যুদ্ধ করেন-** ২নং সেক্টরে।
- **সিতারা বেগমের বড় ভাই এ.টি.এম হায়দার ছিলেন-** ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার।
- **মুক্তিযুদ্ধকালীন 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল'-এ দায়িত্বপালন করেন-** কমান্ডিং অফিসার কর্মকর্তা হিসেবে।
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় সেতারা বেগম দায়িত্বরত ছিলেন-** কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে।
- ১৯৭৩ সালে তাঁকে ২নং সেক্টরের ১৫তম 'বীর প্রতীক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

তারামন বিবি

- **জন্ম-** ১৯৫৭ সালে (কুড়িগ্রাম জেলায়)।
- **মৃত্যু-** ১ ডিসেম্বর, ২০১৮।
- **যুদ্ধ করেন-** ১১নং সেক্টরে।
- **যুদ্ধে যোগদান করেন-** মুহিব হাবিলদারের উৎসাহে।
- **তাঁকে নিয়ে 'বীর প্রতীকের খোঁজে' ও 'করিমন বেওয়া' নামে দুইটি বই লিখেন-** কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক।
- **খেতাব প্রদান-** মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ সাহসী অবদানের জন্য তাকে ১৯৭৩ সালে বীর প্রতীক খেতাব দেওয়া হলেও ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। ১৯৯৫ সালে তারামন বিবির খোঁজ পাওয়া গেলে সরকার তাঁকে ঢাকায় এনে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বীর প্রতীক' খেতাব হাতে তুলে দেন।

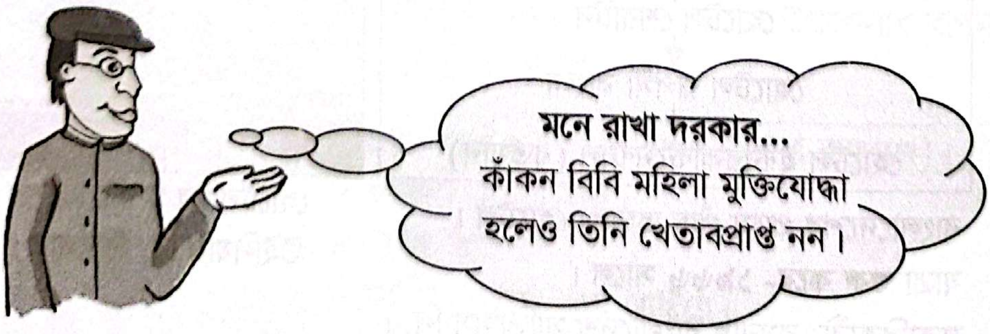

খেতাবহীন নারী মুক্তিযোদ্ধা: কাঁকন বিবি

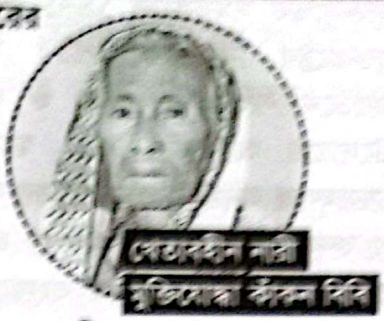

- জন্ম- ১৯১৫ সালে (সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজারের জিরাগাঁও গ্রামে মাতৃপ্রধান খাসিয়া পরিবারে)।
- মৃত্যু- ২১ মার্চ, ২০১৮।
- তাঁর আসল নাম- কাঁকাত হেনিনচিতা।
- অন্য যে নামে পরিচিত- মুক্তিবেটি।
- যুদ্ধ করেন- ৫নং সেক্টরে
- যার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন- সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত আলী।
- তিনি পাকিস্তানী বাহিনীর বিপক্ষে মুক্তিবাহিনীর হয়ে **'গুপ্তচরবৃত্তির** কাজ করতেন।
- ১৯৯৭ সালে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে তাঁর কৃতিত্বের কথা আলোচিত হতে থাকলে তৎকালীন সময়ে তাঁকে বীর প্রতীক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘোষণাটি পরবর্তীতে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি।

বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার মেলাঘরে প্রতিষ্ঠিত হয় অস্থায়ী সরকারের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে অস্থায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা **"বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল"** নামে পরিচিত। হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয় মেলাঘরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর দেহরক্ষী হাবুল বেনার্জীর আনারস বাগানে।

- **হাসপাতালটির ধরন-** ৪৮০ শয্যা বিশিষ্ট।
- **অন্যতম ডাক্তার ছিলেন-** ডাক্তার এম এ মবিন, ডাক্তার নাজিম উদ্দীন এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী।
- **কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন-** বীর প্রতীক ডাক্তার সেতারা বেগম।
- **স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুক্ত ছিলেন-** শেখ কামালের স্ত্রী বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সুলতানা কামাল।
- উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন চিকিৎসা সেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি ডাক্তার আবু হেনা সাইদুর রহমান খসরু ও ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

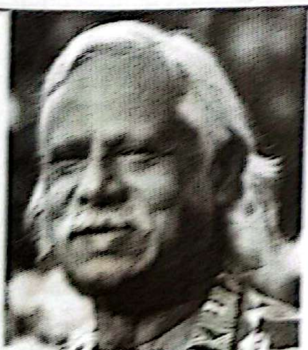

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' এর অন্যতম ডাক্তার

'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' এর কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন ডা. সিতারা বেগম

'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' এর স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দায়িত্বপালন করতেন সুলতানা কামাল

CamScanner

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিশ্বের প্রথম সেবামূলক কনসার্ট 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। এ কনসার্ট বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। কনসার্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য ২৪৩,৪১৮.৫০ ডলার সংগ্রহ করে ইউনিসেফের তত্ত্বাবধানে শরণার্থীদের প্রদান করা হয়।

জর্জ হ্যারিসনের গাওয়া 'বাংলাদেশ' গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

- **অনুষ্ঠিত হয়-** ১ আগস্ট ১৯৭১।
- **স্থান-** ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন, নিউইয়র্ক।
- **উদ্দেশ্য-** বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করা।
- **আয়োজক দল-** ফোবানা।
- **ব্যান্ড দল-** দ্য বিটলস্ (যুক্তরাজ্য)।
- **উদ্যোক্তা-** পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসন।
- **প্রধান শিল্পী-** জর্জ হ্যারিসন (যুক্তরাজ্য)।
- **জর্জ হ্যারিসনকে উদ্বুদ্ধ করেন-** পণ্ডিত রবিশঙ্কর।
- **উপস্থিত দর্শক সংখ্যা-** ৪০ হাজার।
- **পরিবেশিত উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত-** বাংলা ধুন, বাংলাদেশ
- **'বাংলাদেশ' গানটির রচয়িতা-** জর্জ হ্যারিসন।
- **উপস্থিত অন্যান্য শিল্পী-** বব ডিলান, রিঙ্গো স্টার, এরিক ক্ল্যাপটন, লিয়ন রাসেল, বিলি প্রিস্টন এবং ব্যাড ফিঙ্গার (জন লেননের অংশগ্রহণের কথা থাকলেও তিনি আসেননি)।
- **'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' (১৯৭২) চলচ্চিত্রের পরিচালক-** পল সুইমার।

কনসার্টে সেতারবাদক রবিশঙ্করসহ ভারতীয় সংগীতের দিকপাল 'সরোদ বাদক' ওস্তাদ আলী আকবর খান ও 'তবলা বাদক' ওস্তাদ আল্লা রাখা খানও উপস্থিত ছিলেন। একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন কমলা চক্রবর্তী। তাঁদের পরিবেশিত সংগীতের নাম 'বাংলা ধুন'।

কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন

পণ্ডিত রবিশঙ্কর ভারতীয় বিখ্যাত সেতারা বাদক। তাঁর জন্মস্থান ভারতের বেনারসে কিন্তু পৈতৃকনিবাস বাংলাদেশের নড়াইলে।

জর্জ হ্যারিসন যুক্তরাজ্যের নাগরিক। তিনি 'দ্য বিটল্‌স' ব্যান্ডদলের লিড গিটারিস্ট ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আই মি মাইন'।

বব ডিলান যুক্তরাষ্ট্রের গায়ক ও লেখক। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম গীতিকার হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (২০১৬) লাভ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিদেশি ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা

সায়মন ড্রিং	• মুক্তিযুদ্ধে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ **'ডেইলি টেলিগ্রাফের'** সাংবাদিক। • সর্বপ্রথম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার খবর বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন। • তিনি জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে গণহত্যার ছবিগুলো লন্ডনে প্রেরণ করেন। ৩১ মার্চ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যা **'ডেইলি টেলিগ্রাফ'** পত্রিকা প্রকাশ করে। • ২০১২ সালে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা লাভ করেন।
অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস	• পাকিস্তানি সাংবাদিক। • মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ঢাকায় পাকিস্তানি **'মর্নিং নিউজ'** পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। • লন্ডনে আত্মগোপন করে **'সানডে টাইমস'** পত্রিকায় বাংলাদেশে পাকবাহিনীর গণহত্যার খবর বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ করেন। **মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি দুটি বই লিখেন-** ➢ The Rape of Bangladesh ➢ Bangladesh: A Legacy of Blood
মার্ক টালি	• তিনি মূলত ব্রিটিশ নাগরিক হলেও তাঁর জন্ম ভারতে। • ভারতের নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত ব্রিটিশ নাগরিক **বিবিসি'র** সাংবাদিক মার্ক টালি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে সংবাদ প্রচার-প্রচারণা চালান।
আর্চার কেন্ট ব্লাড	• মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল। • পাকবাহিনীর নৃশংসতা বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় ৬ এপ্রিল, ১৯৭১ ঢাকার মার্কিন দপ্তর থেকে একটি তারবার্তা পাঠান, যা **'ব্লাড টেলিগ্রাম'** নামে পরিচিত। • **রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ-** The Cruel Brith of Bangladesh.
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	• কলকাতার আকাশবাণী থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত **'সংবাদ পরিক্রমা'**-তে মুক্তিযুদ্ধের খবর পাঠ করে বাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব জনমত

- যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধের জন্য যে দুজন সিনেটর আহ্বান জানান- এ্যাডওয়ার্ড কেনেডী ও ফ্রেড হ্যারিস।
- যুক্তরাষ্ট্রের যে পত্রিকা পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে সংবাদ পরিবেশন করে ইয়াহিয়া খানকে গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানায়- ওয়াশিংটন পোস্ট।
- ৩৩ টি দেশের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়- নয়াদিল্লির সম্মেলনে।
- ফরাসি সাহিত্যিক আন্দ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহ ব্যক্ত করেন- নয়াদিল্লি সম্মেলনে।

মুক্তিযুদ্ধে চীন-মার্কিন বিরোধিতা

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে- চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়া।
- পাকিস্তানের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল- ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বলেছিলেন- তলাবিহীন ঝুড়ি।
- UN নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল- রাশিয়া।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

- ◆ ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- ভারহাগিরি ভেনকাটা গিরি।
- ◆ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ইন্দিরা গান্ধী।
- ◆ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- ইয়াহিয়া খান।
- ◆ পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন- জুলফিকার আলী ভুট্টো।
- ◆ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- নিকোলাই পদগর্নি।
- ◆ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- আলেক্সেই কোসিগিন।
- ◆ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- রিচার্ড নিক্সন।
- ◆ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন- হেনরি কিসিঞ্জার।
- ◆ যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ছিলেন- জোসেফ ফারল্যান্ড।
- ◆ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- এডওয়ার্ড হিথ।
- ◆ চীনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- চৌ এন লাই।
- ◆ জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন- মিয়ানমারের উ থান্ট।

চীনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চৌ এন লাই

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিচার্ড নিক্সন

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান

উইলিয়াম এ.এস ওয়াডারল্যান্ড	• মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক। • ২নং সেক্টরে গণবাহিনীর সদস্য ছিলেন। • জন্ম- নেদারল্যান্ডস (নাগরিকত্ব অস্ট্রেলিয়ার)। • দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। • ১৯৭০ সালে 'বাটা সু' কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন। • ঢাকার গুলশানে তার নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। • বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
মারিও ভেরনজি	• ফাদার মারিও ভেরনজি ইতালীয় ক্যাথলিক ধর্মযাজক ছিলেন। • মুক্তিযুদ্ধকালে যশোরের একটি গির্জায় কর্মরত ছিলেন। • ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল গির্জায় বাঙালিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে পাকবাহিনী গুলি করে হত্যা করে।
জুলিয়ান ফ্রান্সিস	• যুক্তরাজ্যের মানবাধিকারকর্মী (বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়)। • মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফামের ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে কলকাতায় নিযুক্ত ছিলেন। • মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে সাহায্যের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'Friends of Bangladesh' সম্মাননা প্রদান করে।
ইয়েভ তুসোঙ্কোর	• রাশিয়ার কবি। • মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন।
আন্দ্রে মালরো	• ফরাসি ঔপন্যাসিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। • বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
জগজিৎ সিং অরোরা	• ভারতের নাগরিক। • মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। • নিয়াজীর আত্মসমর্পণ দলিলে যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

CamScanner

অমর কবিতা সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড

অ্যালেন গিন্সবার্গ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ভারতের কলকাতায় এসেছিলেন মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ। তাঁর বন্ধু ভারতীয় বাঙালি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে যশোর রোডে সীমান্তের এপারে শরণার্থী শিবির ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা নিয়েই রচনা করেন বিখ্যাত কবিতা September on Jessore Road।

- কবিতাটির রচয়িতা- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ।
- কবিতাটি গানে রূপান্তর করেন- বব ডিলান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।
- কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করেন- খান মোহাম্মদ ফারাবী।
- কবিতাটির মোট লাইন- ১৫২।
- ১৯৭১ সালে কবিতাটি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুদ্রা ও ডাকটিকেট

বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী, যুক্তরাজ্যের সাবেক পোস্টমাস্টার জেনারেল জন স্টোনহাউজ এবং বিমান মল্লিকের সম্মিলিত উদ্যোগে মুজিবনগর সরকার কলকাতা ও লন্ডন থেকে বাংলাদেশের প্রথম আটটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করে।

প্রথম প্রকাশিত ডাকটিকেটের সেট।

- মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকেট প্রবর্তন করা হয়- ২৯ জুলাই, ১৯৭১।
- ডাকবিভাগের প্রথম পোস্ট মাস্টার ছিলেন- মওদুদ আহমেদ।
- প্রথমবার প্রকাশিত (মুজিবনগর সরকার কর্তৃক) ডাকটিকেট- ৮ প্রকার।
- প্রথম ডাকটিকেটের নকশা করেন- বিমান মল্লিক।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন ডাকটিকেটগুলো ছাপানো হয়- ইংল্যান্ডের ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস হতে।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেটে ছবি ছিল- শহিদ মিনারের।

১৯৯২ সালে গঠিত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র আহ্বায়ক ছিলেন 'শহিদ জননী' নামে খ্যাত জাহানারা ইমাম।

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা

- 'অভিযান' পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন- সিকান্দার আবু জাফর।
- 'রণাঙ্গন' পত্রিকাটি- মুক্তিবাহিনীর সাপ্তাহিক মুখপত্র।
- 'অগ্রদূত'- স্বাধীন বাংলার মুক্ত অঞ্চলের সাপ্তাহিক মুখপত্র।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্র-পত্রিকা-

পত্রিকা	প্রকাশের স্থান	পত্রিকা	প্রকাশের স্থান
জয়বাংলা	নওগাঁ	রণাঙ্গন	টাঙ্গাইল
বঙ্গবাণী	নওগাঁ	দাবানল	মুজিবনগর
বিপ্লবী বাংলাদেশ	বরিশাল	মুক্ত বাংলা	সিলেট

বিদেশ থেকে বাঙালি কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্রিকা

পত্রিকা	প্রকাশের স্থান
বাংলাদেশ নিউজ লেটার, বাংলাদেশ টুডে, পরিক্রমা ও জনমত	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
শিখা, নিউজ লেটার, নিউজ বুলেটিন ও বাংলাদেশ ওয়েস্ট	যুক্তরাষ্ট্র
বাংলাদেশ ও স্ফুলিঙ্গ বাংলাদেশ	কানাডা

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম

- উপন্যাস- রাইফেল রোটি আওরাত (রচয়িতা- আনোয়ার পাশা)।
- নাটক- পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (রচয়িতা- সৈয়দ শামসুল হক)।
- কবিতা- স্বাধীনতা তুমি (রচয়িতা- শামসুর রাহমান)।
- গল্প সংকলন- বাংলাদেশ কথা কয় (রচয়িতা- আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী)।
- স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র- আগামী (পরিচালক- মোরশেদুল ইসলাম)।
- প্রামাণ্য চলচ্চিত্র- স্টপ জেনোসাইট (পরিচালক- জহির রায়হান)।
- পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র- ওরা ১১ জন (পরিচালক- চাষী নজরুল ইসলাম)।
- ভাস্কর্য- জাগ্রত চৌরঙ্গী, গাজীপুর (ভাস্কর- আব্দুর রাজ্জাক)।

আমাদের –

ফেসবুক গ্রুপ – জোবায়ের'স GK – Educational Group

ফেসবুক পেজ – Zubair's GK

ইউটিউব চ্যানেল – Zubair Ahmed GK

ফেসবুক আইডি – Zubair Ahmed

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

রচয়িতা	উপন্যাস	
হুমায়ূন আহমেদ	• আগুনের পরশমণি • শ্যামল ছায়া • জোছনা ও জননীর গল্প • সূর্যের দিন • সৌরভ • ১৯৭১	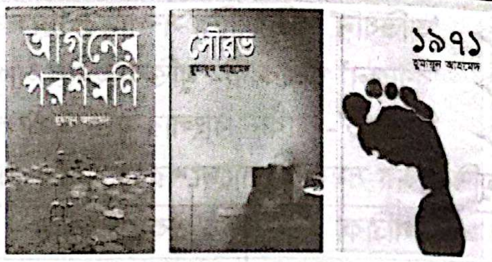
শওকত ওসমান	• জাহান্নাম হইতে বিদায় • দুই সৈনিক • নেকড়ে অরণ্য • জন্ম যদি তব বঙ্গে • জলাঙ্গী	
মাহমুদুল হক	• জীবন আমার বোন • খেলাঘর • অশরীরী • মাটির জাহাজ	
সৈয়দ শামসুল হক	• নিষিদ্ধ লোবান • নীল দংশন	

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস

উপন্যাস	রচয়িতা	উপন্যাস	রচয়িতা
জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা	শহিদুল জহির	উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা	অলাতচক্র	আহমদ ছফা
খাঁচায়	রশীদ হায়দার	আমার বন্ধু রাশেদ	জাফর ইকবাল
দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দীন	কালো ঘোড়া	ইমদাদুল হক মিলন
বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ	সরদার জয়েনউদ্দীন	দহনকাল	হরিশংকর জলদাস
মা	আনিসুল হক	একটি ফুলের জন্য	রিজিয়া রহমান
একটি কালো মেয়ের কথা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন
ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন	অদ্ভূত আঁধার এক	শামসুর রাহমান

ভুল নয়, সঠিক তথ্য জানুন: বাজারে প্রচলিত অনেক বইয়ে দেয়া আছে 'ওঙ্কার' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস; তথ্যটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে, 'ওঙ্কার' ৬৯ এর স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার বিরোধী গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা

কবিতা	কবি
• স্বাধীনতা তুমি • তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা • বন্দী শিবির থেকে • রক্তসেচ	শামসুর রাহমান
• দগ্ধগ্রাম • মুক্তিযোদ্ধা	কবি জসীমউদ্দীন
• এর নাম স্বাধীনতা	আসাদ চৌধুরী
• স্বাধীনতার প্রতি • তোমার অভাবে এই স্বাধীনতা	মহাদেব সাহা
• প্রথম শহিদ বাংলাদেশের মেয়ে • আজকের বাংলাদেশ	বেগম সুফিয়া কামাল
• শহিদ স্মরণে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
• গেরিলা	হাসান হাফিজুর রহমান
• উচ্চারণগুলি শোকের	আবুল হাসান
• স্বাধীনতা • এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো	নির্মলেন্দু গুণ
• বাংলা ছাড়ো	সিকান্দার আবু জাফর

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান

গান	গীতিকার
জয় বাংলা বাংলার জয়...	গাজী মাযহারুল আনোয়ার
একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল...	
একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়ে...	
*মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি...***	গোবিন্দ হালদার
*এক সাগর রক্তের বিনিময়ে...***	
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে...	
পদ্মা মেঘনা যমুনা...	
*এক নদী রক্ত পেরিয়ে...***	খান আতাউর রহমান
ধনধান্যে পুষ্প ভরা...	দিজেন্দ্রলাল (ডিএল) রায়
এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে...	আবু জাফর
আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই...	সিকানদার আবু জাফর
শোন একটি মুজিবরের থেকে...	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
*সব কটা জানালা খুলে দাও না...***	নজরুল ইসলাম বাবু

- *মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি.....* **গানটির শিল্পী-** আপেল মাহমুদ।
- *এক সাগর রক্তের বিনিময়ে.....***গানটির শিল্পী-** প্রথমে স্বপ্না রায় পরবর্তীতে রেবেকা সুলতানা।
- *এক নদী রক্ত পেরিয়ে.....* **গানটির শিল্পী-** শাহনাজ রহমতউল্লাহ।
- *সব কটা জানালা খুলে দাও না.....* **গানটির সুরকার-** আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল এবং সাবিনা ইয়াসমিন।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

নাটক	রচয়িতা	নাটক	রচয়িতা
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক	কি চাহ শঙ্খচিল, বর্ণচোরা, বকুল পুরের স্বাধীনতা	মমতাজউদদীন আহমদ
যে অরণ্যে আলো নেই	নিলিমা ইব্রাহিম		
নরকে লাল গোলাপ	আলাউদ্দিন আল আজাদ		

বিদেশীদের লিখিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই

- দ্য বিট্রেয়াল অফ ইস্ট পাকিস্তান- লে. জে. এ খান নিয়াজী।
- দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ- আর্চার কে ব্লার্ড।
- রেইপ অব বাংলাদেশ- অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস।
- বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড- এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস।
- **Surrender At Dacca: Birth of a Nation-** লে. জে. জে এফ আর জেকব।
- **Massacre-** Robert Payne.
- **The Discovery of Bangladesh-** Stephen M. Gill.

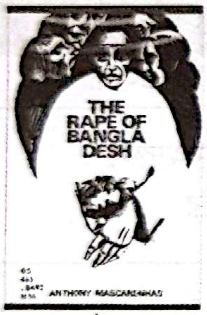	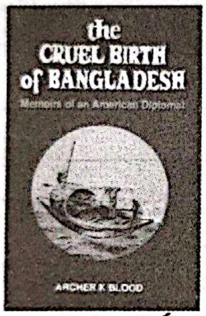	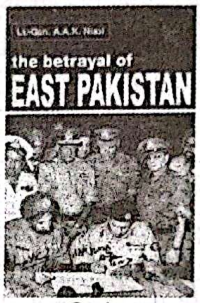	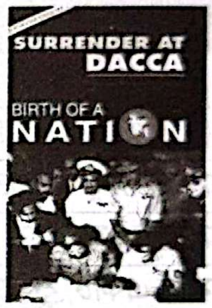
রেইপ অব বাংলাদেশ	দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ	দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান	সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা

আরো জানতে হবে

- **A Golden Age** উপন্যাস এর রচয়িতা হলেন- তাহমিনা আনাম।
- 'একাত্তরের চিঠি'- মুক্তিযুদ্ধের পত্র সংকলন। প্রকাশ করে প্রথমা প্রকাশন।
- 'আত্মকথা ১৯৭১'- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ নির্মলেন্দু গুণ এর।
- 'বাংলাদেশের জন্ম'- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনা করেন পাকিস্তানী মেজর রাও ফরমান আলী।
- 'দুইশত ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা'- বইটির লেখক নূরুল কাদির।
- 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র'- এর সম্পাদনা করেন হাসান হাফিজুর রহমান
- ১৯৭১ সালে শরণার্থী সমস্যা জাতিসংঘের প্রথম তুলে ধরেন- জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন নৌযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত ভারতীয় চলচ্চিত্র - দ্য গাজি অ্যাটাক।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহিম
মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল	ড. কামাল হোসেন
একাত্তরের ডায়েরী (স্মৃতিকথা)	বেগম সুফিয়া কামাল
একাত্তরের দিনগুলি (স্মৃতিকথা)	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের নয়মাস (স্মৃতিকথা)	রাবেয়া খাতুন
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
একাত্তরের কথামালা	বেগম নূরজাহাজ
আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল
একাত্তরের ঢাকা, আমি নারী আমি মুক্তিযোদ্ধা	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু সাঈদ চৌধুরী
স্মৃতি অম্লান ১৯৭১	আবুল মাল আব্দুল মুহিত
ফেরারী ডায়েরী	আলাউদ্দিন আল আজাদ
মূলধারা ৭১	মঈদুল হাসান
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র	বেলাল মোহাম্মদ
আমি মুজিব বলছি	কৃত্তিবাস ওঝা
ক্রাচের কর্নেল	শাহাদুজ্জামান
১৯৭১ : ভেতরে বাইরে	এ কে খন্দকার
স্বাধীনতা '৭১'	কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম
শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ	আহমদ ছফা
আমার একাত্তর	আনিসুজ্জামান
একটি জাতির জন্ম	মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান
অসমাপ্ত বিপ্লব : তাহেরের শেষকথা	লরেন্স লিফশুলৎস
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল	হুমায়ুন আজাদ
বীরাঙ্গনা ১৯৭১	মুনতাসীর মামুন
স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম
তাজউদ্দীন আহমদ; নেতা ও পিতা	শারমিন আহমদ
পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন	যতীন সরকার
রাজপুত্র	দাউদ হায়দার

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য, পূর্ণ দৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম	আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ
সংগ্রাম		শ্যামল ছায়া	
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড		একাত্তরের যীশু	নাসির উদ্দীন ইউসুফ
মেঘের পরে মেঘ		গেরিলা	
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম	নদীর নাম মধুমতী	তানভীর মোকাম্মেল
খেলাঘর		রাবেয়া	
অনিল বাগচীর একদিন		জীবনঢুলী	
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
রূপালী সৈকত		এখনও অনেক রাত	
স্ফুলিঙ্গ	তৌকির আহমেদ	আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম
জয়যাত্রা		বাঘা বাঙালি	আনন্দ
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত	কার হাসি কে হাসে	
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	মেঘের অনেক রং	হারুনর রশিদ
শোভনের স্বাধীনতা	মানিক মানবিক	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ	মাসুদ পথিক
জয়বাংলা	ফখরুল আলম	যুদ্ধ শিশু	মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রত
বাঁধনহারা	এ. জে. মিন্টু	কলমীলতা	শহীদুল হক খান

ভুল নয় ঠিক তথ্য জানুন: বাজারে প্রচলিত অনেক বইয়ে দেয়া আছে 'চিত্রা নদীর পাড়ে' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র; তথ্যটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে 'চিত্রা নদীর পাড়ে' ১৯৪৭-এর দেশভাগের প্রেক্ষিতে নির্মিত। [তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া]

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	একজন মুক্তিযোদ্ধা	দিলদার হোসেন
নদীর নাম মধুমতি		প্রত্যাবর্তন	মোস্তফা কামাল
সূচনা	মোরশেদুল ইসলাম	ধূসর যাত্রা	আবু সাইয়ীদ
আগামী		বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব
নীল দংশন	সুমন আহমেদ	দুরন্ত	খান আখতার হোসেন
একাত্তরের মিছিল	কবরী সারোয়ার	চাক্কি	এনায়েত করিম বাবুল

মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

- জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)- জহির রায়হান।
- Late There Be Light (১৯৭০)- জহির রায়হান।

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধকালীন নির্মিত ৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

- **Stop Genocide** - জহির রায়হান।
- **A State is Born**- জহির রায়হান।
- **Innocent Millions**- বাবুল চৌধুরী।
- **Liberation Fighters**- আলমগীর কবির।

জহির রায়হান নির্মিত 'স্টপ জেনোসাইড' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম প্রামাণ্য চলচ্চিত্র।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য প্রামাণ্যচিত্র

- **এক সাগর রক্তের বিনিময়ে**- আলমগীর কবির।
- **লিবারেশন ফাইটার্স**- আলমগীর কবির।
- **Diaries of Bangladesh**- আলমগীর কবির।
- **Long March Towards Golden Bangla**- আলমগীর কবির।
- **স্মৃতি একাত্তর**- তানভীর মোকাম্মেল।
- **মুক্তির গান, মুক্তির কথা**- তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ।
- **ইনোসেন্ট মিলিয়নস**- বাবুল চৌধুরী।
- **পলাশী থেকে ধানমন্ডি**- আব্দুল গাফফার চৌধুরী।

জেকে ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে নির্মিত প্রথম ইংরেজি ভাষার বাংলাদেশি চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রটির পরিচালক ফখরুল আরেফিন খান।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিদেশীদের নির্মিত প্রামাণ্য/পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

- **জয় বাংলা**- উমাপ্রসাদ মৈত্র।
- **দুর্বার গতি পদ্মা (দ্য টার্বুলেন্ট পদ্মা)**- ঋত্বিক ঘটক।
- **রিফিউজি '৭১'**- বিনয় রায়।
- **Loot and Last**- এইচএস আদভানী।
- **দি ক্যান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার**- রবার্ট রজার্স (যুক্তরাষ্ট্র)।
- **ডেডলাইন বাংলাদেশ**- ব্রেইন টাগ (যুক্তরাজ্য)।
- **মেজর খালেদ'স ওয়ার**- ভানিয়া কিউলি (যুক্তরাজ্য)।
- **নাইন মান্থস টু ফ্রিডম**- এস শুকদেব।
- **টিয়ার্স অব ফায়ার**- সেন্টু রায়।

'দি ক্যান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার' আমেরিকান এনবিসি টেলিভিশন কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

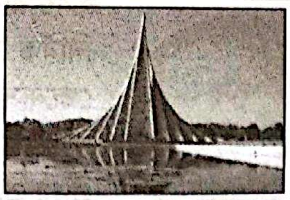

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

অবস্থান: সাভার

স্থপতি: সৈয়দ মঈনুল হোসেন

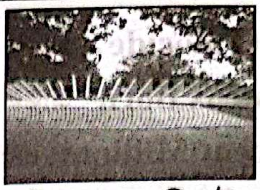

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

অবস্থান: মুজিবনগর, মেহেরপুর

স্থপতি: তানভীর কবীর

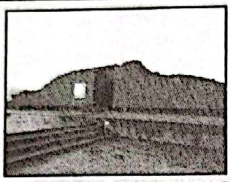

রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

অবস্থান: রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর

স্থপতি: ফরিদউদ্দিন আহমেদ ও জামি-আল-শাফি

নির্মাণ প্রেক্ষাপট: পাকিস্তান বাহিনীর হাতে ১৪ ডিসেম্বর নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে।

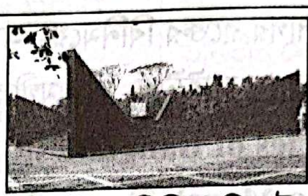

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

অবস্থান: মিরপুর, ঢাকা

স্থপতি: মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হালি

উদ্বোধন করেন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর।

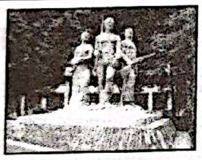

অপরাজেয় বাংলা

অবস্থান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্থপতি: সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ

সংশপ্তক

অবস্থান: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্থপতি: হামিদুজ্জামান খান

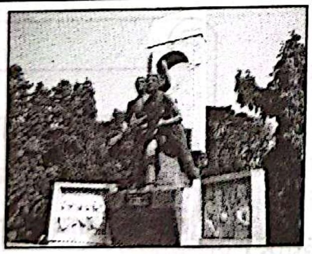

সাবাশ বাংলাদেশ

অবস্থান: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্থপতি: নিতুন কুন্ডু

জাগ্রত চৌরঙ্গী

অবস্থান: গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর চৌরাস্তা

স্থপতি: আব্দুর রাজ্জাক

বৈশিষ্ট্য: মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যে সেক্টরের অধীনে ছিল- [DU খ' ২৪-২৫]
ক. ৮ খ. ৯ গ. ১০ ঘ. ১১

০২. বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম ভাস্কর্যের নাম কী? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. অপরাজেয় বাংলা খ. সাবাস বাংলাদেশ গ. জাগ্রত চৌরঙ্গী ঘ. পতাকা একাত্তর

০৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নিচে উল্লেখিত কোন বিদেশি নাগরিককে 'বীর প্রতীক' উপাধি দেওয়া হয়েছে? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. ডাব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড খ. সায়মন ড্রিং
গ. অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস ঘ. জে এফ আর জ্যাকব

০৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. যুক্তরাজ্য খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস

০৫. 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড', কবিতাটি কে লিখেছেন? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. বব ডিলান খ. অ্যালেন গিন্সবার্গ গ. জর্জ হ্যারিসন ঘ. বিক্রম শেঠ

০৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত 'ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. আলমগীর কবির খ. খান আতাউর রহমান
গ. হুমায়ূন আহমেদ ঘ. সুভাষ দত্ত

০৭. মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতিবিজড়িত তেলিয়াপাড়া যে জেলায় অবস্থিত- [DU খ' ২২-২৩]
ক. সিলেট খ. হবিগঞ্জ গ. মৌলভীবাজার ঘ. সুনামগঞ্জ

০৮. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এ রবিশঙ্কর ও অন্য ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীতের নাম কী ছিল? [DU ঘ' ২১-২২]
ক. বাংলাদেশ খ. সং অব বাংলাদেশ গ. বাংলা ধুন ঘ. মাই সুইট লড

০৯. ইউরোপের কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [DU ঘ' ২১-২২]
ক. পোল্যান্ড খ. ইংল্যান্ড গ. ইতালি ঘ. স্পেন
নোট: ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় পূর্ব জার্মানি। কিন্তু অপশনে পূর্ব জার্মানি না থাকায় দ্বিতীয় স্বীকৃতিদানকারী দেশ 'পোল্যান্ড' উত্তর করতে হয়েছে।

১০. বাংলাদেশে প্রদত্ত বীরত্বের খেতাবসমূহের মাঝে মর্যাদার ক্রমানুসারে তৃতীয় খেতাব কোনটি? [DU ঘ' ২১-২২]
ক. বীর প্রতীক খ. বীরশ্রেষ্ঠ গ. বীর উত্তম ঘ. বীর বিক্রম

১১. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকেট কিসের ছবি ছিল? [DU ঘ' ২১-২২]
ক. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার খ. দোয়েল পাখি গ. শাপলা ফুল ঘ. ষাট গম্বুজ মসজিদ

১২. নিচের যে পত্রিকাটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়- (DU খ' ২০-২১)
ক. পূর্বাণী খ. দেশের কথা গ. বিপ্লবী কথা ঘ. জয় বাংলা

১৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ দূতাবাসের হাইকমিশনার ছিলেন- (DU খ' ২০-২১)
ক. এম হোসেন আলী খ. আবু সাঈদ চৌধুরী
গ. এস.এ.করিম ঘ. এম.আর.সিদ্দিকী

উত্তরমালা

০১. গ	০২. গ	০৩. ক	০৪. ঘ	০৫. খ	০৬. ক	০৭. খ	০৮. গ
০৯. ক	১০. ঘ	১১. ক	১২. ঘ	১৩. খ			

১৪. মুক্তিযুদ্ধে সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ'র মধ্যে প্রথম শহীদ কে? (DU ঘ' ২০-২১)
ক. মোহাম্মদ রুহুল আমিন খ. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
গ. মোহাম্মদ হামিদুর রহমান ঘ. মতিউর রহমান
নোট: সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ'র মধ্যে প্রথম শহীদ হন মুন্সী আবদুর রউফ কিন্তু অপশনে তাঁর নাম না থাকায় উত্তর করতে হয়েছে মোহাম্মদ মোস্তফা কামালের নাম।

১৫. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র চিত্রা নদীর পাড়ে পরিচালনা করেন-[DU খ' ১৯-২০]
ক. নাসিরউদ্দীন ইউসুফ খ. শহীদুল আলম
গ. তানভীর মোকাম্মেল ঘ. তারেক মাসুদ

১৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র ধীরে বহে মেঘনা-এর পরিচালক কে ছিলেন? [DU ঘ' ১৯-২০]
ক. আলমগীর কবির খ. খান আতাউর রহমান
গ. হুমায়ুন আহমেদ ঘ. সুভাষ দত্ত

১৭. উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার মুক্তিযুদ্ধে কোন সেক্টরের কামান্ডার ছিলেন– [DU খ' ১৮-১৯]
ক. সেক্টর ২ খ. সেক্টর ৪ গ. সেক্টর ৬ ঘ. সেক্টর ৫

১৮. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকারীন সময়ে 'দ্য কন্সার্ট ফর বাংলাদেশ' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. ট্রাফালকার স্কয়ার খ. টাইমস স্কয়ার
গ. ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন ঘ. রেড স্কয়ার

১৯. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ কোন তারিখে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল' রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. ৩০ আগস্ট ২০১৭ খ. ৩০ অক্টোবর ২০১৭
গ. ৩১ আগস্ট ২০১৭ ঘ. ৩১ অক্টোবর ২০১৭

২০. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য কোন দুজন নারীকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. সিতারা বেগম ও তারামন বিবি খ. সিতারা বিবি ও তারামন বিবি
গ. তারামন বিবি ও জাহানারা ইমাম ঘ. তারামন বিবি ও সেলিনা বেগম

২১. একাত্তরের দিনগুলি বইটির লেখক কে? [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. সেলিনা হোসেন খ. হুমায়ুন আহমেদ গ. হাসান আজিজুল হক ঘ. জাহানারা ইমাম

২২. Surrender at Dacca: Birth of a Nation বইটির লেখক? [DU খ' ১৭-১৮]
ক. সিদ্দিক সালিক খ. রাও ফরমান আলী
গ. জেনারেল নিয়াজী ঘ. লে. জে. জেএফআর জ্যাকব

২৩. বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে? [DU ঘ' ১৬-১৭]
ক. চরফ্যাশন, ভোলা খ. আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
গ. বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ ঘ. মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ

২৪. কোন দিনটিকে 'মুক্তিযোদ্ধা দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে? [DU খ' ০৬-০৭]
ক. ৭ মার্চ খ. ২৬ মার্চ গ. ২৪ নভেম্বর ঘ. ১ ডিসেম্বর

২৫. বিদেশের কোন মিশনে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়? [DU ঘ' ৯৮-৯৯]
ক. লন্ডন খ. কলকাতা গ. টোকিও ঘ. ওয়াশিংটন

২৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজশাহী কোন সেক্টরের অধীন ছিল? [DU ঘ' ০৮-০৯]
ক. সেক্টর-৩ খ. সেক্টর-৫ গ. সেক্টর-৭ ঘ. সেক্টর-৯

২৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মুজিবনগর' কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [DU খ' ১৭-১৮, DU ঘ' ০৬-০৭]
ক. ২ নং খ. ৮ নং গ. ১০ নং ঘ. ১১ নং

২৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ সেক্টর/নৌ-কমান্ডো সেক্টর- [DU খ' ০৭-০৮; ঘ' ০৫-০৬/ইবি 'B' ১৫-১৬]
ক. ১১ নং খ. ১ নং গ. ১০ নং ঘ. ৯ নং

উত্তরমালা

১৪. খ	১৫. গ	১৬. ক	১৭. গ	১৮. গ	১৯. খ	২০. ক	২১. ঘ
২২. ঘ	২৩. খ	২৪. ঘ	২৫. খ	২৬. গ	২৭. খ	২৮. গ	

CamScanner

২৯. সেক্টর নং-৩ এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন- [DU খ ১১-১২]
ক. মেজর এম. এম নুরুজ্জামান খ. মেজর শওকত আলী
গ. মেজর কাজী নুরুজ্জামান ঘ. মেজর এম. এ. জলিল

৩০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য কতজন বিডিআর সদস্য বীরশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হন? [DU 09-10]
ক. ২ জন খ. ৩ জন গ. ৪ জন ঘ. ৫ জন

৩১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক- [DU ঘ' ০৭-০৮, খ' ০৫-০৬, জবি খ' ১৩-১৪]
ক. উইলিয়াম ডালরিম্পল খ. সাইমন ড্রিং
গ. ডব্লিউ এস ওয়াডারল্যান্ড ঘ. আর্চার ব্লার্ড

৩২. কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা সর্বপ্রথম বীরপ্রতীক খেতাব পান? [DU ঘ' ০২-০৩]
ক. বেগম সুফিয়া কামাল খ. ডাঃ সেতারা বেগম গ. আঞ্জুমান আরা ঘ. নীলিমা ইব্রাহিম

৩৩. ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জনসমাজ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র 'বীর বিক্রম' খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা কে ছিলেন? [DU ঘ' ১৪-১৫/রাবি, ই ১৩-১৪]
ক. আরূপ মারমা খ. ঝিলংজা মারমা গ. সুকান্ত মারমা ঘ. ইউ কে চিং মারমা

৩৪. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিখ্যাত গেরিলা দল 'ক্র্যাক প্লাটুন' কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? [DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. সেক্টর ৪ খ. সেক্টর ৩ গ. সেক্টর ২ ঘ. সেক্টর ১

৩৫. বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ কোনটি? [29 BCS, DU খ' ০৩-০৪, ঘ' ৯৮-৯৯]
ক. ভারত খ. শ্রীলঙ্কা গ. মায়ানমার ঘ. রাশিয়া
নোটঃ প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ ভুটান, কিন্তু অপশনে ভুটান না থাকায় ভারত উত্তর করতে হয়েছে।

৩৬. কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল? [DU ঘ' ০৯-১০/চবি 'D3' ১৫-১৬]
ক. ইরাক খ. মিসর গ. কুয়েত ঘ. জর্ডান

৩৭. বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে? [16,17 BCS/ DU ঘ' ১৩-১৪, ০০-০১]
ক. ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ খ. ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২
গ. ৪ এপ্রিল ১৯৭২ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

৩৮. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন- [DU ঘ' ১৪-১৫]
ক. অধ্যাপক ইউসুফ আলী খ. এম মনসুর আলী
গ. তাজউদ্দীন আহমেদ ঘ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

বি সি এস

৩৯. মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার নেতৃত্ব দেন কে? (46 BCS)
ক. মোহাম্মদ সোলায়মান খ. আব্দুল খালেক
গ. মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ঘ. শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী

৪০. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল? (45 BCS)
ক. ২ (দুই) নম্বর খ. ৩ (তিন) নম্বর গ. ৪ (চার) নম্বর ঘ. ৫ (পাঁচ) নম্বর

৪১. 'জয় বাংলা' কে জাতীয় স্লোগান হিসাবে মন্ত্রিসভায় কত তারিখে অনুমোদন করা হয়? (45 BCS)
ক. ২ মার্চ, ২০২২ খ. ৩ মার্চ, ২০২২ গ. ৪ মার্চ, ২০২০ ঘ. ৫ মার্চ, ২০২২

৪২. 'গণহত্যা জাদুঘর' কোথায় অবস্থিত? (45 BCS)
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম গ. কুমিল্লা ঘ. খুলনা

৪৩. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? (44 BCS)
ক. তাজউদ্দিন আহমেদ খ. এ এইচ এম কামরুজ্জামান
গ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ. এম মনসুর আলী

উত্তরমালা

২৯. ক	৩০. ক	৩১. গ	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. ক
৩৭. গ	৩৮. খ	৩৯. গ	৪০. ক	৪১. ক	৪২. ঘ	৪৩. খ	

CamScanner

৫৯. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল? [40 BCS]
ক. যুক্তরাজ্য খ. ফ্রান্স গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়ন

৬০. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [40 BCS]
ক. চতুর্থ তফসিল খ. পঞ্চম তফসিল গ. ষষ্ঠ তফসিল ঘ. সপ্তম তফসিল

৬১. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের কততম তফসিলে সংযোজন করা হয়েছে? [40 BCS]
ক. চতুর্থ খ. পঞ্চম গ. ষষ্ঠ ঘ. সপ্তম

৬২. 'Let there be Light'- বিখ্যাত ছবিটি পরিচালনা করেন- [40 BCS]
ক. আমজাদ হোসেন খ. জহির রায়হান
গ. খান আতাউর রহমান ঘ. শেখ নিয়ামত আলী

৬৩. 'মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-কমান্ড গঠিত হয় কোন সেক্টর নিয়ে? [39 BCS]
ক. ১০ নং সেক্টর খ. ১১ নং সেক্টর গ. ৮ নং সেক্টর ঘ. ৯ নং সেক্টর

৬৪. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? [38 BCS]
ক. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী খ. তাজউদ্দীন আহমেদ
গ. এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান ঘ. খন্দকার মোস্তাক আহমেদ

৬৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত 'ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে? [37 BCS]
ক. আলমগীর কবির খ. খান আতাউর রহমান গ. হুমায়ুন আহমেদ ঘ. সুভাষ দত্ত

৬৬. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি' কার রচনা? [39 BCS]
ক. আমজাদ হোসেন খ. হুমায়ুন আহমেদ
গ. শওকত ওসমান ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

৬৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? [35 BCS]
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ. জেনালের এম. এ. জি. ওসমানী
গ. কর্নেল শফিউল্লাহ ঘ. মেজর জিয়াউর রহমান

৬৮. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? [39 BCS]
ক. ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ. ১০ এপ্রিল ১৯৭১ গ. ৬ সেপ্টে. ১৯৭১ ঘ. ১০ নভে. ১৯৭১

৬৯. কোন বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' (Poet of Politics) উপাধি দিয়েছিলেন? [39 BCS]
ক. নিউজ উইকস (উইকস) খ. দ্যা ইকোনোমিষ্ট
গ. টাইম ঘ. গার্ডিয়ান

৭০. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়? [36 BCS]
ক. ২৫ মার্চ, ১৯৭১ খ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ. ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৭১. 'একাত্তরের চিঠি' -কোন জাতীয় রচনা? [29 BCS]
ক. মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ খ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস
গ. ভিন্নধর্মী ডায়েরী ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন

৭২. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ কোনটি?- [37 BCS]
ক. ইন্দোনেশিয়া খ. সেনেগাল গ. মালদ্বীপ ঘ. পাকিস্তান

৭৩. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? [33 BCS]
ক. জিয়াউর রহমান খ. মে. জে এইচএম এরশাদ
গ. মে. জে. শফিউল্লাহ ঘ. জে. আতাউল গনি ওসমানী

উত্তরমালা

৫৯. ঘ	৬০. খ	৬১. ঘ	৬২. খ	৬৩. ক	৬৪. গ	৬৫. ক	৬৬. খ
৬৭. ক	৬৮. খ	৬৯. ক	৭০. গ	৭১. ঘ	৭২. খ	৭৩. ঘ	

CamScanner

৭৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সামরিক সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল? [29 BCS]
ক. ৪ টি খ. ৭ টি গ. ১১ টি ঘ. ১৪ টি

৭৫. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের কবর কোন জেলায়- [24 BCS]
ক. নাটোর খ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ গ. জয়পুরহাট ঘ. নওগাঁ

৭৬. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবী কী ছিল? [14, 13 BCS]
ক. সিপাহী খ. ল্যান্স নায়েক গ. হাবিলদার ঘ. ক্যাপ্টেন

৭৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল নিম্নের কোন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন? [BCS ০৮-০৯]
ক. ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ খ. ১৬ জুন ১৯৭১ গ. ১২ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ১১ এপ্রিল ১৯৭১

৭৮. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি? [36 BCS]
ক. যুক্তরাজ্য খ. পূর্ব জার্মানি গ. স্পেন ঘ. গ্রিস

৭৯. রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নাম কী? [27 BCS]
ক. বিজয়স্তম্ভ খ. বিজয়কেতন গ. স্বাধীনতা সোপান ঘ. রক্ত সোপান

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

৮০. স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র কোনটি? [MC 24-25]
ক. ইন্দোনেশিয়া খ. ইরাক গ. মালয়েশিয়া ঘ. সেনেগাল

৮১. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশে ফিল্ড হাসপাতাল সূচনা করেন কে? [MC 24-25]
ক. ক্যাপ্টেন আক্তার আহমেদ খ. ডা. এম এ মবিন
গ. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম ঘ. ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

৮২. ৭ মার্চের ভাষণ আসলে ছিল স্বাধীনতার মূল দলিল-উক্তিটি কার? [MC 21-22]
ক. চে গুয়েভারা খ. কামাল আতাতুর্ক গ. নেলসন ম্যান্ডেলা ঘ. মাহাত্মা গান্ধী

৮৩. সবচেয়ে বেশি গণহত্যা কোথায় হয়? [MC 21-22]
ক. আসামদিয়া খ. মোহাম্মদপুর বিধবাপল্লী গ. চুকনগর ঘ. রায়েবাজার

৮৪. বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় কত তারিখে? [MC 21-22]
ক. ২ মার্চ ১৯৭১ খ. ২ জানুয়ারি ১৯৭১ গ. ২ আগস্ট ১৯৭১ ঘ. ২ এপ্রিল ১৯৭১

৮৫. এম এ হান্নান প্রথমবার কোথায় হতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন? [MC 21-22]
ক. চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ বেতার কেন্দ্র খ. ঢাকাস্থ বেতার কেন্দ্র
গ. ত্রিপুরার রামগড়স্থ বেতার কেন্দ্র ঘ. চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র

৮৬. একমাত্র বিদেশি যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য বীরপ্রতীক উপাধি পেয়েছেন- [MC 20-21]
ক. উইলিয়াম ওডারল্যান্ড খ. আন্দ্রে মালরো গ. রবিশংকর ঘ. ডেভিড নালিন

৮৭. কোন দেশ প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়? [MC 20-21]
ক. নেপাল খ. ভুটান গ. যুক্তরাজ্য ঘ. ভারত

৮৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০ নং সেক্টর কোনটি ছিল? [MC 20-21]
ক. টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ খ. রংপুর-ঠাকুরগাঁও
গ. নৌ-কমান্ডো ঘ. বরিশাল-পটুয়াখালি

৮৯. স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্থাপত্য কোনটি? [MC 20-21]
ক. জাগ্রত চৌরঙ্গী খ. অপরাজেয় বাংলা গ. স্বাধীনতা একাত্তর ঘ. সংশপ্তক

উত্তরমালা

৭৪. গ	৭৫. খ	৭৬. ক	৭৭. ক	৭৮. খ	৭৯. ঘ	৮০. ঘ	৮১. ঘ
৮২. গ	৮৩. গ	৮৪. ক	৮৫. ঘ	৮৬. ক	৮৭. খ	৮৮. গ	৮৯. ক

৯০. মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী জাহাজের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানের নাম কি ছিল?- [MC 20-21]
ক. অপারেশন সার্চলাইট
খ. অপারেশন জ্যাকপট
গ. অপারেশন ক্লোজডোর
ঘ. অপারেশন ওয়াটারিং

৯১. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? [MC 19-20]
ক. 12 খ. 10 গ. 11 ঘ. 13

৯২. কোন বিখ্যাত গায়ক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের জন্য নিউইয়র্কে কনসার্ট করে অর্থ সংগ্রহ করেন? [MC 19-20]
ক. মহম্মদ রাফি খ. লতা মঙ্গেশকার গ. জর্জ হ্যারিসন ঘ. এলভিস প্রিসলি

৯৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত নারীদ্বয়ের নাম কী? [MC 17-18]
ক. তারামন বিবি ও সেতারা বেগম
খ. সেতারা খাতুন ও তারামন বিবি
গ. সেরিনা বেগম ও সেতারা আক্তার
ঘ. ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী ও জাহনারা ইমাম

৯৪. মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব নিম্নের কোন তারিখে দেওয়া হয়? [MC 10-11]
ক. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩
খ. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩
ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

৯৫. ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের- [MC 11-12]
ক. ০৫ তারিখ খ. ০৬ তারিখ গ. ০৭ তারিখ ঘ. ০৮ তারিখ

৯৬. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন? [27 BCS/MC 06-07]
ক. ৭ জন খ. ৬৮ জন গ. ১৭৫ জন ঘ. ৪২৬ জন

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৯৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠন করা হয়- [বিসিকের টেকনিক্যাল অফিসার' ২৩]
ক. ২৭ মার্চ, কলকাতার দমদমে
খ. ২৮ সেপ্টেম্বর, নাগাল্যান্ডের দিমাপুরে
গ. ১৭ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে
ঘ. ১৫ আগস্ট, ত্রিপুরার আগরতলায়

৯৮. আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' কোন কবি অনুবাদ করেন? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা' ২৩]
ক. দুশান জাজবিভেল
খ. ইমরে কারতেজ
গ. এলেন গিন্সবার্গ
ঘ. ইমানুয়েল জাসরিন

৯৯. Friends of Bangladesh পুরস্কার কাকে দেওয়া হয়েছে? [৭ম বিজিএস' ২২]
ক. শ্যাম সুন্দর সিং খ. অশোক তারা গ. লসংকর কৃষ্ণ ঘ. ফ্রান্সিস জুলিয়ান

১০০. 'মা গো ভাবনা কেন/ আমরা তোমার শান্তিপ্রিয়'- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গানটির রচয়িতা কে? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী কনস্যুলার কর্মকর্তা' ২২]
ক. গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার
খ. খলিল চৌধুরী
গ. রজনীকান্ত সেন
ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১০১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নয় কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' ২২]
ক. হাঙর নদী গ্রেনেড
খ. স্টপ জেনোসাইড
গ. শেষের কবিতা
ঘ. জোছনা ও জননীর গল্প

উত্তরমালা

৯০. খ	৯১. গ	৯২. গ	৯৩. ক	৯৪. ক	৯৫. খ	৯৬. ঘ	৯৭. খ
৯৮. ক	৯৯. ঘ	১০০. ক	১০১. গ				

৯০. মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী জাহাজের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানের নাম কি ছিল?- [MC 20-21]
ক. অপারেশন সার্চলাইট
খ. অপারেশন জ্যাকপট
গ. অপারেশন ক্লোজডোর
ঘ. অপারেশন ওয়াটারিং

৯১. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? [MC 19-20]
ক. 12 খ. 10 গ. 11 ঘ. 13

৯২. কোন বিখ্যাত গায়ক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের জন্য নিউইয়র্কে কনসার্ট করে অর্থ সংগ্রহ করেন? [MC 19-20]
ক. মহম্মদ রাফি খ. লতা মঙ্গেস্কার গ. জর্জ হ্যারিসন ঘ. এলভিস প্রিসলি

৯৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত নারীদ্বয়ের নাম কী? [MC 17-18]
ক. তারামন বিবি ও সেতারা বেগম
খ. সেতারা খাতুন ও তারামন বিবি
গ. সেরিনা বেগম ও সেতারা আক্তার
ঘ. ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী ও জাহনারা ইমাম

৯৪. মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব নিম্নের কোন তারিখে দেওয়া হয়? [MC 10-11]
ক. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩
খ. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩
ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

৯৫. ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের- [MC 11-12]
ক. ০৫ তারিখ খ. ০৬ তারিখ গ. ০৭ তারিখ ঘ. ০৮ তারিখ

৯৬. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন? [27 BCS/MC 06-07]
ক. ৭ জন খ. ৬৮ জন গ. ১৭৫ জন ঘ. ৪২৬ জন

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৯৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠন করা হয়- [বিসিকের টেকনিক্যাল অফিসার' ২৩]
ক. ২৭ মার্চ, কলকাতার দমদমে
খ. ২৮ সেপ্টেম্বর, নাগাল্যান্ডের দিমাপুরে
গ. ১৭ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে
ঘ. ১৫ আগস্ট, ত্রিপুরার আগরতলায়

৯৮. আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীর্ঘল বাড়ি' কোন কবি অনুবাদ করেন? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা' ২৩]
ক. দুশান জাজবিভেল
খ. ইমরে কারতেজ
গ. এলেন গিন্সবার্গ
ঘ. ইমানুয়েল জাসরিন

৯৯. Friends of Bangladesh পুরস্কার কাকে দেওয়া হয়েছে? [৭ম বিজিএস' ২২]
ক. শ্যাম সুন্দর সিং খ. অশোক তারা গ. লসংকর কৃষ্ণ ঘ. ফ্রান্সিস জুলিয়ান

১০০. 'মা গো ভাবনা কেন/ আমরা তোমার শান্তিপ্রিয়'- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গানটির রচয়িতা কে? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী কনস্যুলার কর্মকর্তা' ২২]
ক. গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার
খ. খলিল চৌধুরী
গ. রজনীকান্ত সেন
ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১০১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নয় কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' ২২]
ক. হাঙর নদী গ্রেনেড
খ. স্টপ জেনোসাইড
গ. শেষের কবিতা
ঘ. জোছনা ও জননীর গল্প

উত্তরমালা

৯০. খ	৯১. গ	৯২. গ	৯৩. ক	৯৪. ক	৯৫. খ	৯৬. ঘ	৯৭. খ
৯৮. ক	৯৯. ঘ	১০০. ক	১০১. গ				

CamScanner

১০২. 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটির কবি- [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা' ২২]

ক. হাসান হাফিজুর রহমান
খ. শামসুর রহমান
গ. আজিজুর রহমান
ঘ. জসীমউদ্‌দীন

১০৩. 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থটির লেখক কে? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' ২২]

ক. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম
খ. লে. কর্নেল (অব.) সাজ্জাদ জহীর
গ. মঈদুল ইসলাম
ঘ. এম আর আখতার মুকুল

১০৪. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (আইসিটি) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? [SHED এর মুদ্রাক্ষরিক' ২১]

ক. ২৫ মার্চ, ২০১০
খ. ১৫ নভেম্বর, ২০১০
গ. ১ সেপ্টেম্বর, ২০১০
ঘ. ৭ নভেম্বর, ২০১০

১০৫. 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'- এই মামলা থেকে যে তারিখে পাকিস্তানি সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়- [এনসিটিবি'র কাম-কম্পিউটার অপারেটর' ২১]

ক. ২২ এপ্রিল, ১৯৬৮
খ. ২২ জানুয়ারি, ১৯৭০
গ. ২২ মার্চ, ১৯৭১
ঘ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১০৬. 'মুজিব বাহিনী' কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল? [দুদদ এর উপ-সহকারী পরিচালক' ২০]

ক. যুবকদের খ. শ্রমিকদের গ. পেশাজীবীদের ঘ. ছাত্রছাত্রীদের

১০৭. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান কোনটি? [শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা' ২০]

ক. চরমপাঠ খ. চরমপত্র গ. সংবাদ পরিক্রমা ঘ. বজ্রসাহস

১০৮. 'আমার বন্ধু রাশেদ' চলচ্চিত্রের পটভূমি- [বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী' ২০]

ক. ভাষা আন্দোলন
খ. মুক্তিযুদ্ধ
গ. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা
ঘ. গণ-আন্দোলন

১০৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' একটি- [সরকারি কর্ম কমিশন অফিস সহকারী' ১৯]

ক. উপন্যাস খ. কাব্যগ্রন্থ গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধসংগ্রহ

১১০. ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরে 'অপারেশন সার্চ লাইট' পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক' ১৯]

ক. জেনারেল ইয়াহিয়া খান
খ. জেনারেল রাও ফরমান আলী
গ. জেনারেল জিয়াউর রহমান
ঘ. জেনারল টিক্কা খান

১১১. 'পোড়ামাটির নীতি' কোন বাহিনীর জন্য প্রযোজ্য ছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক' ১৯]

ক. ভারত সেনাবাহিনী
খ. পাক-ভারতবাহিনী
গ. পাকিস্তান সেনাবাহিনী
ঘ. পাকিস্তান বিমানবাহিনী

১১২. মুক্তিযুদ্ধের সময় ফরিদপুর জেলা কত নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [সিজিডিএফ কার্যালয়ের অডিটর' ১৯]

ক. ১ খ. ২ গ. ৮ ঘ. ১০

১১৩. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন? [বাংলাদেশ ব্যাংক অপারেটর' ২০]

ক. কফি আনান খ. উ থান্ট গ. দ্যাগ হ্যামারশোল্ড ঘ. বুট্রোস ঘালি

১১৪. স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বশেষ শত্রুমুক্ত জেলা কোনটি? [কুবি গ' ১৯-২০]

ক. কিশোরগঞ্জ খ. কুমিল্লা গ. সিলেট ঘ. ঢাকা

১১৫. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'লিবারেশন ফাইটার্স'- এর পরিচালক কে? [যবিপ্রবি (এফ ইউনিট), ১৯-২০]

ক. জহির রায়হান খ. তারেক মাসুদ গ. আলমগীর কবির ঘ. ব্রায়ান টাগ

উত্তরমালা

১০২. খ	১০৩. ঘ	১০৪. ক	১০৫. ঘ	১০৬. ঘ	১০৭. খ	১০৮. খ	১০৯. খ
১১০. খ	১১১. গ	১১২. গ	১১৩. খ	১১৪. ঘ	১১৫. গ		

১১৬. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় কোথায় ছিলো? [চবি খ' ১৯-২০]

ক. ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা
খ. মুজিবনগর
গ. করিমগঞ্জ
ঘ. বেনাপোল

১১৭. মুক্তিযুদ্ধকালে ওয়াশিংটন বাংলাদেশ মিশন খোলা হয় কার অধীনে? [ডেসকোর জুনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট জুনিয়র' ১৯]

ক. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ. বিচারপতি এ এস এম সায়েম
গ. এম আর সিদ্দিকী
ঘ. রবিশঙ্কর ঘোষ

১১৮. 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? [প্রা:বিদ্যালয় সহ. শিক্ষক, ১৯]

ক. জহির রায়হান
খ. শামীমা আক্তার
গ. আব্দুল গাফফার চৌধুরী
ঘ. আমজাদ হুসেইন

১১৯. 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি সুরারোপন করেন- [জাবি ১৯-২০]

ক. অ্যালেন গিন্সবার্গ
খ. বব ডিলান
গ. বব মার্লে
ঘ. ডিলান টমাস

১২০. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে? [রাবি ঘ' ১৮-১৯]

ক. বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য
খ. বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ. বাংলাদেশ ও ফ্রান্স
ঘ. যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

১২১. 'ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী' ছিলেন একজন- [জাবি গ' ১৮-১৯]

ক. অভিনেত্রী
খ. চিত্রশিল্পী
গ. ভাস্কর
ঘ. নৃত্যশিল্পী

১২২. ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' কে পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেন? [জাবি খ' ১৬-১৭]

ক. বেলাল আহমেদ
খ. এম এ আজিজ
গ. আবু হেনা মোস্তফা কামালা
ঘ. এম আর আখতার মুকুল

১২৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ছাড়াও কোন দেশটি ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছে? [বাংলাদেশে কোস্ট গার্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী' ২০]

ক. চীন
খ. রাশিয়া
গ. নেপাল
ঘ. শ্রীলংকা

১২৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কোন তারিখে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে? [চবি খ' ১৭-১৮]

ক. ৭ মার্চ, ১৯৭১
খ. ২৫ মার্চ, ১৯৭১
গ. ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ঘ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১২৫. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' ১৮]

ক. সুদান
খ. নাইজেরিয়া
গ. ডাকার
ঘ. সেনেগাল

১২৬. তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত 'জীবনঢুলি' ছবির উপজীব্য কি? [খুবি খ' ১৭-১৮]

ক. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
খ. সাতচল্লিশের দেশভাগ
গ. বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন
ঘ. তেতাল্লিশের মন্বন্তর

১২৭. ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নাম কি? [বিটিভি এর সহকারী প্রকৌশলী' ১৭]

ক. বিজয় স্তম্ভ
খ. বিজয় কেতন
গ. রক্ত সোপান
ঘ. স্বাধীনতা সোপান

উত্তরমালা

১১৬. ক	১১৭. গ	১১৮. গ	১১৯. ক	১২০. খ	১২১. গ	১২২. ঘ	১২৩. খ
১২৪. গ	১২৫. ঘ	১২৬. ক	১২৭. খ				

CamScanner

১২৮. The Cruel Birth of Bangladesh গ্রন্থের লেখক কে? [জাবি সেকশন অফিসার' ১৭]

ক. এস এম করিম
খ. এন্থনি মার্সকারেনহাস
গ. আর্চার কে ব্লাড
ঘ. এডওয়ার্ড কেনেডি

১২৯. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য 'বিজয় গাথা' কোথায় অবস্থিত? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী প্রোগ্রামার' ১৭]

ক. ঢাকা সেনানিবাস
খ. রংপুর সেনানিবাস
গ. সিলেট সেনানিবাস
ঘ. যশোর সেনানিবাস

১৩০. রবার্ট রজার্স কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র কোনটি? [বেরোবি ক' ১৬-১৭]

ক. নাইন মানথ টু ফ্রিডম
খ. লিবারেশন ফাইটার্স
গ. এ স্টেট ইজ বার্ন
ঘ. দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার

১৩১. মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন- [সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী' ১৬]

ক. পুলিশ
খ. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
গ. ইপিআর
ঘ. আনসার ভিডিপি

১৩২. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল- [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর সহকারী পরিচালক' ১৬]

ক. বৃহস্পতিবার
খ. শুক্রবার
গ. শনিবার
ঘ. রবিবার

১৩৩. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'স্মৃতি ৭১' এর পরিচালক কে? [১০ম বিজেএস, ১৬]

ক. জহির রায়হান
খ. তারেক মাসুদ
গ. মোরশেদুল
ঘ. তানভীর মোকাম্মেল

১৩৪. কোন সালে বাংলাদেশ সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে? [জবি খ' ১৬-১৭]

ক. ২০১৫
খ. ২০১৬
গ. ২০১৪
ঘ. ২০১২

১৩৫. বব ডিলানের আত্মজীবনী ক্রনিকলসঃ ভলিয়স ওয়ান প্রকাশিত হয় কত সালে? [জাবি গ' ১৬-১৭]

ক. ২০০৪
খ. ২০০৬
গ. ২০০৭
ঘ. ২০১১

১৩৬. ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছিলেন- [১০ বিজেএস' ১৬]

ক. প্রফুল্লচন্দ্র সেন
খ. অজয় মুখোপাধ্যায়
গ. সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়
ঘ. জ্যোতি বসু

১৩৭. 'অপারেশন সার্চলাইটে'র নীল নকশা করা হয়- [জাবি গ' ১৫-১৬]

ক. ১৮ মার্চ, ১৯৭১
খ. ২০ মার্চ, ১৯৭১
গ. ২২ মার্চ, ১৯৭১
ঘ. ২৪ মার্চ, ১৯৭১

১৩৮. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সম্প্রচার বন্ধ হয় কবে? [ইবি গ' ১৫-১৬]

ক. ২৯ মার্চ, ১৯৭১
খ. ৩০ মার্চ, ১৯৭১
গ. ৩১ মার্চ, ১৯৭১
ঘ. কোনোটিই নয়

১৩৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১ম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [চবি 'D3' ১৫-১৬]

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. তাজউদ্দীন আহমেদ
গ. মনসুর আলী
ঘ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

১৪০. মুক্তিযুদ্ধকালে প্রকাশিত পত্রিকা কোনটি? [চবি বি-১' ১৫-১৬]

ক. মিল্লাত
খ. যুগভেরী
গ. আমোদ
ঘ. জয় বাংলা

উত্তরমালা

১২৮. গ	১২৯. খ	১৩০. ঘ	১৩১. খ	১৩২. ক	১৩৩. ঘ	১৩৪. ক	১৩৫. ক
১৩৬. খ	১৩৭. ক	১৩৮. খ	১৩৯. খ	১৪০. ঘ			

CamScanner

১৪১. জাতীয় স্মৃতিসৌধের রেপ্লিকা স্থাপন করা হয়েছে কোথায়? [রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ১৫]
ক. সিঙ্গাপুর খ. মালয়েশিয়া গ. নাইজেরিয়া ঘ. মালদ্বীপ

১৪২. 'টিয়ার্স অব ফায়ার' কি? [ইবি (সি-ইউনিট), ১৪-১৫]
ক. পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন খ. নবগঠিত পুলিশ ব্যাটিলিয়ন
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র ঘ. দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

১৪৩. জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন কতটি দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল? [বেরোবি ক' ১৪-১৫]
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি

১৪৪. ভাস্কর্য 'মুক্ত বিহঙ্গ' অবস্থিত- [বেরোবি (বি-ইউনিট), ১৪-১৫]
ক. রংপুরে খ. চট্টগ্রামে গ. ঢাকায় ঘ. কুমিল্লায়

১৪৫. কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত? [বেরোবি ১৪-১৫]
ক. সেতারা বেগম খ. তারামন বিবি গ. কাঁকন বিবি ঘ. আলেয়া বেগম

১৪৬. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'নেকাব্বারের মহাপ্রয়াণ' এর পরিচালক কে? [বেরোবি গ' ১৩-১৪]
ক. তারেক মাসুদ খ. মাসুদ পথিক
গ. নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ঘ. হুমায়ূন আহমেদ

১৪৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে কোন পাশ্চাত্য শিল্পী বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন? [রাবি, ক' ১৩-১৪]
ক. ইয়াহুদী মেনুইন খ. জর্জ হ্যারিসন গ. বব ডিলান ঘ. ডলি পার্টন

১৪৮. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে যে দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' দিয়েছিলো? [ঢাবি ঘ' ১৩-১৪]
ক. যুক্তরাজ্য খ. সোভিয়েত ইউনিয়ন গ. ফ্রান্স ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

১৪৯. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'হৃদয়ে ৭১' এর পরিচালক কে? [রাবি (ঙ ইউনিট), ১৩-১৪]
ক. সাদেক সিদ্দিকী খ. গাজী মাজহারুল আনোয়ার
গ. তারেক মাসুদ ঘ. তানভীর মোকাম্মেল

১৫০. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র 'রিফিউজি ৭১' এর পরিচালক কে? [বেরোবি (বি ইউনিট), ১৩-১৪]
ক. জহির রায়হান খ. বাবুল চৌধুরী গ. রবার্ট রজার্স ঘ. বিনয় রায়

১৫১. বাংলাদেশ জাতীয় স্মৃতিসৌধে কতটি কৌণিক স্তর রয়েছে? [জাবি' ১৩-১৪]
ক. ৭টি খ. ৯টি গ. ১১টি ঘ. ১৩টি

১৫২. মুক্তিবাহিনীর 'ওয়ার স্ট্যাটেজি' কি নামে পরিচিতি? [জাবি' ১২-১৩]
ক. তেলিয়াপাড়া স্ট্যাটেজি খ. বাঘাছিড়ি স্ট্যাডেজি
গ. মুজিবনগর স্ট্যাটেজি ঘ. আগরতলা স্ট্যাটেজি

১৫৩. চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত চলচ্চিত্র নয় কোনটি? [কানইবি গ' ১১-১২]
ক. ওরা এগারজন খ. সংগ্রাম
গ. হাঙ্গর নদী গ্রেনেড ঘ. অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী

১৫৪. সর্বকনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ- [চবি' ১১-১২]
ক. সিপাহি হামিদুর রহমান খ. ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
গ. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ঘ. সিপাহি মোস্তফা কামাল

১৫৫. 'মুক্ত বাংলা' ভাস্কর্যটির নির্মাতা- [ইবি (বি-ইউনিট), ১০-১১]
ক. হামিদুর রহমান খ. মাইনুল হোসেন গ. রশিদ আহমেদ ঘ. মর্তুজা বশীর

উত্তরমালা

১৪১. ঘ	১৪২. গ	১৪৩. খ	১৪৪. ক	১৪৫. গ	১৪৬. খ	১৪৭. খ	১৪৮. খ
১৪৯. ক	১৫০. ঘ	১৫১. ক	১৫২. ক	১৫৩. ঘ	১৫৪. ক	১৫৫. গ	

CamScanner

১৫৬. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে একজন বিখ্যাত দার্শনিক শহিদ হন, তার নাম কী? [চবি খ' ০৯-১০]

ক. জি.সি. দেব
খ. শহীদুল্লাহ কায়সার
গ. জহির রায়হান
ঘ. শংকরাচার্য

১৫৭. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়েছিল? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, ০৯]

ক. ঢাকায়
খ. মেহেরপুরে
গ. চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
ঘ. আগরতলায়

১৫৮. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক, ০৯]

ক. তাজউদ্দীন আহমেদ
খ. মুশতাক আহমেদ
গ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ. মনসুর আলী

১৫৯. প্রবাসী সরকারের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র কে পাঠ করেন? [জবি-ঘ, ০৯-১০/সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা-১২]

ক. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
খ. অধ্যাপক ইউসুফ আলী
গ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ. তাজউদ্দীন আহমদ

১৬০. ১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা- [জবি ঘ' ০৭-০৮]

ক. মুক্তিবাহিনী
খ. পাকিস্তানি সেনা
গ. ভারতীয় সেনা
ঘ. ইন্দো-বাংলা সেনাবাহিনী

১৬১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শত্রুমুক্ত জেলার নাম- [রাবি-ব্যবস্থাপনা, ০৭-০৮]

ক. রাজশাহী
খ. যশোর
গ. জয়পুরহাট
ঘ. নওগাঁ

১৬২. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানীর নাম কী? [চবি-খ, ০৬-০৭]

ক. ঢাকা
খ. মেহেরপুর
গ. চট্টগ্রাম
ঘ. মুজিবনগর

১৬৩. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে- [চবি-ঙ, ০৭-০৮]

ক. বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য
খ. বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ. বাংলাদেশ ও ফ্রান্স
ঘ. যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

১৬৪. রবি শংকর একজন বিখ্যাত- [ইবি ০৫-০৬]

ক. সেতার বাদক
খ. গায়ক
গ. সারোদ বাদক
ঘ. বেহালা বাদক

১৬৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মাদার মারিও ভেরেনজি ছিলেন- [রাবি' ০৪-০৫]

ক. অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক
খ. ফ্রান্সের নাগরিক
গ. ব্রিটিশ নাগরিক
ঘ. ইতালির নাগরিক

১৬৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়- [ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-০৩]

ক. মুজিবনগর হতে
খ. ঢাকা হতে
গ. খুলনা হতে
ঘ. কালুরঘাট হতে

১৬৭. আমেরিকান এনবিসি টেলিভিশন মুক্তিযুদ্ধের যে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করে তার নাম- [শ্রম অধিদপ্তরে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো উপসহকারী পরিচালক (শ্রম), ০১]

ক. দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার
খ. রেইপ অফ বাংলাদেশ
গ. লিগেসি অব ব্লাড
ঘ. সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড

উত্তরমালা

১৫৬. ক	১৫৭. খ	১৫৮. গ	১৫৯. খ	১৬০. ক	১৬১. খ	১৬২. ঘ
১৬৩. খ	১৬৪. ক	১৬৫. ঘ	১৬৬. ক	১৬৭. ক		

CamScanner